Naya Jamana Night Edition_Layout 1 31-08-2026 21:56 Page 1

বাংলা আজ যা ভাবে

নয়া জামানা

১৩ ভাদ্র ।। ১৪৩৩।। সোমবার ৩১ আগস্ট ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ৫৬৯ সংখ্যা ।। ৮ পাতা

ঋণের বোঝা লাঘব চায় ভারত ঃ নির্মলা

বিশ্বকাপের পর আন্তর্জাতিক ফুটবলকে আলবিদা মেসির

কঙ্গোয় আরও ভয়াবহ ইবোলা সংক্রমণ, সংক্রমিত ৬ হাজার

ইউক্রেন যুদ্ধ থামাতে ‘বন্ধু’ পুতিনকে আর্জি প্রধানমন্ত্রীর

আমেরিকায় ভয়ংকর হড়পা বান! অন্তত ২০ জন নিখোঁজ

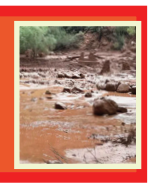

প্রতীক-তহবিল মামলায় দ্রুত ফয়সালার আর্জি

কমিশনকে চিঠি মমতার

নয়া জামানা ঃ নির্ধারিত সময় পেরিয়ে গিয়েছে, তারপরও একমাস অতিক্রান্ত। এখনও তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতীক-তহবিল মামলার নিষ্পত্তি হল না। অথচ কথা ছিল, আগস্টের মধ্যেই কালীঘাট ও ঋতব্রত শিবিরের এই যুদ্ধের অবসান ঘটাবে দিল্লির নির্বাচন কমিশন। তাই আগস্টের শেষ দিন কমিশনকে চিঠি পাঠালেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, তাড়াতাড়ি ফয়সালা করুন, বহুদিন পার হয়ে গিয়েছে। সূত্রের খবর, এই চিঠির সঙ্গে কয়েকজন বিধায়কের চিঠিও জুড়ে দেওয়া হয়েছে এবং তাতে অভিযোগ, কয়েকজনকে ভুলপথে পরিচালিত করা হচ্ছে। কিন্তু তাঁরা কারা, তা স্পষ্টভাবে জানা যায়নি।ছাব্বিশের ধানসভা ভোটে ভরাডুবির পরই প্রতিদিনই একটু একটু করে ভেঙেছে তৃণমূল। অধিকাংশ বিধায়ক যোগ দিয়েছেন আসল তৃণমূল বলে দাবি করা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবিরে। অন্যদিকে, দিল্লিতেও সিংহভাগ সাংসদ তৃণমূল ছেড়ে এনসিপিআইতে যোগ দিয়েছেন। রাজ্যসভার তিন সাংসদ সরাসরি বিজেপিতে। এই জটিল পরিস্থিতির মধ্যে তৃণমূলের রাশ কাদের হাতে থাকবে, তা নিয়ে কালীঘাট বনাম আসল তৃণমূলের যুদ্ধ শুরু হয়েছিল মাস দুই আগেই। জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে দুপক্ষকে নিজেদের তথ্যপ্রমাণ পেশ করার নির্দেশ দেয় কমিশন। কালীঘাটপন্থী তৃণমূলের তরফে তা জমা দিয়েছিলেন সাংসদ মহুয়া মৈত্র, সাগরিকা ঘোষরা। তবে ঋতব্রত শিবির বেশ খানিকটা সময় চেয়েছিল। তা নিয়ে আপত্তি তোলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কেন অন্য পক্ষকে বাড়তি সময় দেওয়া হচ্ছে, সেই প্রশ্ন ওঠে।পরে তৃণমূলের গৃহবিবাদ মেটানো নিয়ে জাতীয় নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার জানিয়েছিলেন, দুপক্ষের কাগজ দেখার পরেই সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে। আইনে যা বলা হয়েছে, তার অন্যথা হবে না। মনে করা হচ্ছিল, ১৫ আগস্টের মধ্যেই তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতীক ও তহবিলের ফয়সালা হয়ে যাবে। কিন্তু মাস শেষ হলেও এখনও এবিষয়ে কোনও উচ্চবাচ্য করেনি।তাই আগস্টের শেষদিন ফের কমিশনকে মনে করিয়ে চিঠি পাঠালেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাতে আর্জি, তাড়াতাড়ি ফয়সালা করুন। বহুদিন পার হয়ে গিয়েছে। জানা গিয়েছে, মমতার চিঠির সঙ্গে কয়েকজন বিধায়কের চিঠিও জুড়ে দেওয়া হয়েছে। তাতে কমিশনের কাছে তাঁদের ভুলপথে পরিচালিত করা হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়। এখন এই বিধায়ক কারা, তা নিয়ে নতুন করে চর্চা শুরু হয়েছে। তবে কি ঋতব্রত শিবির থেকে কেউ ফিরতে চান? সেই সংখ্যা কত? তাতে কি কালীঘাটের হাতে দলের রাশ থাকবে? এসব প্রশ্ন শুরু হয়েছে।

> **নির্ধারিত সময় পেরিয়ে গিয়েছে, তারপরও একমাস অতিক্রান্ত। এখনও তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতীক-তহবিল মামলার নিষ্পত্তি হল না। অথচ কথা ছিল, আগস্টের মধ্যেই কালীঘাট ও ঋতব্রত শিবিরের এই যুদ্ধের অবসান ঘটাবে দিল্লির নির্বাচন কমিশন। তাই আগস্টের শেষ দিন কমিশনকে চিঠি পাঠালেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, তাড়াতাড়ি ফয়সালা করুন, বহুদিন পার হয়ে গিয়েছে। সূত্রের খবর, এই চিঠির সঙ্গে কয়েকজন বিধায়কের চিঠিও জুড়ে দেওয়া হয়েছে এবং তাতে অভিযোগ, কয়েকজনকে ভুলপথে পরিচালিত করা হচ্ছে। কিন্তু তাঁরা কারা, তা স্পষ্টভাবে জানা যায়নি।**

তলবের আগে অভিষেকের দফতরে ফায়ার অডিট

অগ্নিনিরাপত্তায় একাধিক ত্রুটির দাবি

নয়া জামানা ঃ ক্যামাক স্ট্রিটে তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কার্যালয়ে সোমবার আচমকাই হাজির হয় পুলিশ ও দমকল বাহিনীর যৌথ প্রতিনিধি দল। ফায়ার অডিট ও বিল্ডিং প্ল্যান খতিয়ে দেখতেই এই পরিদর্শন বলে জানা গিয়েছে। বহুতলটি দীর্ঘক্ষণ পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা করার পর দমকল আধিকারিকদের দাবি, ভবনের অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থায় একাধিক গুরুতর ত্রুটি রয়েছে। ফায়ার অ্যালার্ম বিকল থাকার পাশাপাশি হিট ডিটেক্টর বা স্মোক ডিটেক্টরও বসানো নেই বলে অভিযোগ উঠেছে।সোমবার দুপুরে শেক্সপিয়র সরণি থানার পুলিশ আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে দমকলের দলটি ক্যামাক স্ট্রিটের ওই ভবনে প্রবেশ করে। প্রথমে বাইরের অংশ ঘুরে দেখার পর ভিতরের প্রতিটি তলা পরিদর্শন করেন তাঁরা। ভবনের সাত ও আট তলায় অবস্থিত অভিষেকের প্রধান কার্যালয়েও যান আধিকারিকরা এবং সেখানকার অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা খতিয়ে দেখেন। এর পাশাপাশি নির্মাণের সময় পুরসভায় জমা দেওয়া মূল নকশা অনুযায়ী ভবন তৈরি হয়েছে কি না, নাকি কোনও বেআইনি অংশ যুক্ত হয়েছে,

তাও পরীক্ষা করা হয়। পরিদর্শনের সময় বাইরের একটি শেড নিয়েও আপত্তি জানান আধিকারিকরা। পরে বেসমেন্ট ও ভূগর্ভস্থ পার্কিং এলাকার অগ্নিনির্বাপণ পরিকাঠামোও খতিয়ে দেখা হয়। দমকলের দাবি, এর আগে মাত্র একবারই ভবনটিতে ফায়ার অডিট হয়েছিল।গত সপ্তাহে কোনও লিখিত নোটিস ছাড়াই পুরসভা ও পুলিশ যৌথভাবে অভিষেকের কার্যালয়ের বাইরের বিলবোর্ড সরাতে গেলে তৃণমূলকর্মী ও পুলিশের মধ্যে ধস্তাধস্তি বাধে। সেই ঘটনার প্রতিবাদে অভিষেক অভিযোগ করেন, দলের রাজনৈতিক জনপ্রিয়তায় ভীত হয়েই রাজ্য প্রশাসন ক্ষমতার অপব্যবহার করছে।এদিকে সরকারি কাজে বাধা, মারধর ও শ্লীলতাহানির অভিযোগে দায়ের হওয়া তিনটি এফআইআরের মধ্যে দুটিতেই অভিষেকের নাম রয়েছে।

জরুরি শূন্যপদ চিহ্নিত করে নিয়োগ

দপ্তরগুলির রিপোর্ট চাইল রাজ্য

নয়া জামানা ঃ সরকারি দপ্তরে কর্মী ঘাটতি মেটাতে বড়সড় উদ্যোগ নিতে চলেছে রাজ্য সরকার। বিভিন্ন প্রশাসনিক দপ্তরে দীর্ঘদিন ধরে পড়ে থাকা শূন্যপদের মধ্যে আগামী এক বছরের মধ্যে যে পদগুলি পুরণ করা জরুরি, সেগুলি চিহ্নিত করে বিস্তারিত তথ্য পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলির কাছে জরুরি ভিত্তিতে এই সংক্রান্ত প্রস্তাব চাওয়া হয়েছে। রাজ্যস্তরের ম্যানপাওয়ার র‍্যাশনালাইজেশন কমিটি শীঘ্রই বৈঠকে বসতে চলেছে। সেই বৈঠকের আগে বিভিন্ন দপ্তরের কাছ থেকে শূন্যপদের বিস্তারিত হিসাব সংগ্রহ করতে চাইছে সরকার। কোন দপ্তরে কত পদ খালি রয়েছে, তার মধ্যে কতগুলি পদ দ্রুত পূরণ করা প্রয়োজন এবং আগামী এক বছরে কোন পদগুলিতে নিয়োগ দেওয়া দরকার, সেই তথ্যই চাওয়া হয়েছে।নবান্ন সূত্রের খবর, সমস্ত প্রশাসনিক দপ্তরকে নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী শূন্যপদের তালিকা তৈরি করে পাঠাতে বলা হয়েছে। তবে সব শূন্যপদ একসঙ্গে পূরণ করার পরিবর্তে, আপাতত জরুরি ভিত্তিতে পূরণ করা প্রয়োজন এমন পদগুলিকেই অগ্রাধিকার দেওয়ার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। সরকারি দপ্তরে দীর্ঘদিন ধরে বহু পদ খালি পড়ে থাকায় কাজের চাপ বাড়ছে। কোনও কোনও দপ্তরে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মী না থাকায় দৈনন্দিন প্রশাসনিক কাজ সামলাতে সমস্যা হচ্ছে। সাধারণ মানুষকে পরিষেবা দেওয়ার ক্ষেত্রেও কর্মী ঘাটতির প্রভাব পড়ছে বলে প্রশাসনের অন্দরে আলোচনা রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে প্রয়োজনীয় পদগুলি চিহ্নিত করে দ্রুত নিয়োগের পথে এগোতে চাইছে রাজ্য।ম্যানপাওয়ার র‍্যাশনালাইজেশন কমিটির বৈঠকে বিভিন্ন দপ্তরের পাঠানো প্রস্তাবগুলি নিয়ে আলোচনা হতে পারে। সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কাজের পরিধি, প্রয়োজনীয় কর্মী সংখ্যা এবং বর্তমানে কতগুলি পদ খালি রয়েছে-এই সমস্ত বিষয় খতিয়ে দেখে নিয়োগের অগ্রাধিকার ঠিক করা হতে পারে। বিশেষজ্ঞদের একাংশের মতে, সরকারি কর্মীর সংখ্যা এবং কাজের প্রয়োজনের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা জরুরি। কোথাও প্রয়োজনের তুলনায় কর্মী বেশি, আবার কোথাও কর্মীর ঘাটতি রয়েছে কিনা, তা পর্যালোচনা করেই নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে। সে ক্ষেত্রে ম্যানপাওয়ার র‍্যাশনালাইজেশন কমিটির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। ইতিমধ্যেই দপ্তরগুলিকে দ্রুত প্রস্তাব পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।আগামী মঙ্গলবারের মধ্যে সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক দপ্তরগুলিকে শূন্যপদ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য জমা দিতে হবে। সেই তথ্য হাতে পাওয়ার পর কমিটির বৈঠকে বিষয়গুলি খতিয়ে দেখে পরবর্তী পদক্ষেপ ঠিক করা হবে। অর্থাৎ, সরকারি দপ্তরে খালি থাকা সমস্ত পদ এক ধাক্কায় পূরণের বদলে আগামী এক বছরের মধ্যে কোন পদগুলি সবচেয়ে বেশি জরুরি, তা চিহ্নিত করে ধাপে ধাপে নিয়োগের পরিকল্পনা করছে রাজ্য। দপ্তরগুলির রিপোর্ট এবং কমিটির সুপারিশের পরই নিয়োগ সংক্রান্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের পথ পরিষ্কার হবে।

Naya Jamana Night Edition_Layout 1 31-08-2026 21:56 Page 2

এই ‘বিশেষ’ ডিম খেলেই আয়ু বাড়াবে ৭ বছর !

নয়া জামানা ডেক্স ঃ পৃথিবীর বুকে এমন এক জায়গা রয়েছে, যেখানে পা রাখলেই মনে হবে আপনি সরাসরি প্রবেশ করেছেন মৃত্যুর দুয়ারে কিংবা নরকের ঠিক মাঝখানে! চারদিকে ফুটন্ত জল, তীব্র সালফারের কটু গন্ধ আর ভয় লেগে যাবে এমন গনগনে ধূসর ধোঁয়া;সব মিলিয়ে এক লোমহর্ষক পরিবেশ। অথচ এই ভয়ঙ্কর উপত্যকাতেই লুকিয়ে রয়েছে এমন এক অদ্ভুত রহস্য, যা দেখতে সারা পৃথিবী থেকে ছুটে আসেন হাজার হাজার পর্যটক। আর সেই রহস্যের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে একটি বিশেষ খাবার! হ্যাঁ, গরমে ফুটে কুচকুচে কালো হয়ে যাওয়া এক ‘কালো ডিম’, যা নিয়ে প্রচলিত আছে এক অবিশ্বাস্য লোককথা। বিশ্বাস করা হয়, এই একটিমাত্র ডিম খেলেই নাকি মানুষের আয়ু বেড়ে যায় পাক্কা সাত বছর !জাপানের নাম বলতেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে অনিন্দ্যসুন্দর মাউন্ট ফুজি, মনকেমন চেরি ব্লসম কিংবা টোকিও-র মতো হাই-টেক শহরের ছবি। কিন্তু জাপানের কানাগাওয়া প্রিফেকচারের হাকোন এলাকায় অবস্থিত ওয়াকুদানি ভ্যালি যেন এক অন্য দুনিয়া। জাপানি ভাষায় যার অর্থ ‘গ্রেট বয়লিং ভ্যালি’ বা মহা-ফুটন্ত উপত্যকা। এটি একটি সক্রিয় আগ্নেয়গিরি অঞ্চল, যেখান থেকে অবিরাম বেরিয়ে আসে ফুটন্ত জল, ঘন ধোঁয়া এবং সালফার গ্যাস।প্রায় ৩০০০ বছর আগে হাকোন আগ্নেয়গিরির এক ভয়ঙ্কর অগ্ন্যুৎপাতে এই পাহাড়ের একটি বড় অংশ ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। সেই প্রাচীন অগ্ন্যুৎপাতের ক্ষত আজও বয়ে বেড়াচ্ছে এই উপত্যকা। আজ থেকে প্রায় এক হাজার বছর পূর্বে জাপানি বৌদ্ধ সাধক কোবো দাইশি যখন এখানে এসেছিলেন, এই ভয়ংকর ধোঁয়া ও ফুটন্ত মাটি দেখে তাঁর মনে হয়েছিল এটি নরকেরই কোনও রূপ। মানুষের সুরক্ষার জন্য তিনি সেখানে বিশেষ প্রার্থনা করেন, যার ফলশ্রুতিতে আজও সেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে বিখ্যাত ‘এনমেই-জিজো’ মূর্তি। তা কীভাবে তৈরি হয় রহস্যময় ‘কালো ডিম’? ওয়াকুদানির এই ফুটন্ত প্রাকৃতিক হট স্প্রিং বা উষ্ণ প্রস্রবণের জলে সেদ্ধ করা হয় সাধারণ মুরগির ডিম। এখানকার জলে প্রচুর পরিমাণে সালফার ও লোহা রয়েছে। ডিম সেদ্ধ করার সময় জলের এই খনিজ উপাদানের সঙ্গে ডিমের খোসার রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে, যার ফলে খোসাটি একদম কয়লার মতো কুচকুচে কালো হয়ে যায়। তবে মজার ব্যাপার হল, খোসা কালো হলেও ডিমের ভেতরের অংশ সম্পূর্ণ সাদা ও স্বাভাবিক থাকে। জাপানিদের অগাধ বিশ্বাস, এই কালো ডিম খেলেই জীবন দীর্ঘায়িত হয়।অগ্নুৎপাতের ঝুঁকি থাকায় মাঝেমধ্যে এই এলাকা বন্ধও রাখতে হয়। ২০১৫ সালে আগ্নেয়গিরির কার্যকলাপ হঠাৎ বেড়ে যাওয়ায় পর্যটকদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছিল, যা ২০১৬ সালে পুনরায় খোলে। তবে নিরাপত্তার খাতিরে এখন ফুটন্ত সালফার ভেন্টগুলোর খুব কাছাকাছি যাওয়ার অনুমতি নেই।বাস্তব জীবনের ভৌতিক পরিবেশ ছাড়াও ওয়াকুদানি বিশ্বজুড়ে বিখ্যাত জাপানি অ্যানিমে এবং পপ কালচারের সুবাদে। কালজয়ী কাল্ট অ্যানিমে সিরিজ ‘নিয়ন জেনেসিস ইভানজেলিয়ন’ -এ এই উপত্যকাকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে দেখানো হয়েছে। সিরিজের মূল চরিত্র শিনজি যখন এই ধোঁয়া-ঢাকা রহস্যময় এলাকায় এসে পৌঁছায়, তখন তা দর্শকদের মনে আলাদা শিহরণ জাগায়। আর সেই থেকেই ওয়াকুদানি অ্যানিমেপ্রেমীদের কাছে এক পবিত্র তীর্থক্ষেত্র হয়ে উঠেছে।

নিষিদ্ধ চার চাকা !

নয়া জামানা ডেক্স ঃ কাশ্মীর থেকে উত্তরবঙ্গ, উত্তরাখণ্ড থেকে অরুণাচল, পশ্চিমঘাট থেকে পূর্বঘাট, সিকিম থেকে নীলগিরি, ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে, ছিটিয়ে রয়েছে একাধিক সুন্দর সুন্দর হিল স্টেশন। কিন্তু জানেন কি এই জায়গাগুলোর একটিতে নিয়ে যাওয়া যায় না গাড়ি? এশিয়ার একমাত্র হিল স্টেশন এটিই, যেখানে গাড়ি বা চার চাকা নিষিদ্ধ, আর এটি রয়েছে ভারতের বুকেই। জানেন কোন স্থান? মাথেরান। পশ্চিমঘাটের সহ্যাদ্রি পাহাড়ে অবস্থিত মাথেরান। মেঘ, বৃষ্টি, কুয়াশায় ঢাকা এই পাহাড়ি এলাকা প্রকৃতিপ্রেমীদের জন্য আদর্শ জায়গা। মহারাষ্ট্রের এই হিল স্টেশন ট্যুরিস্টদের কাছে খুবই জনপ্রিয়। দূষণ নেই, নেই শব্দ। নেই কোনও তাড়াহুড়ো। আছে কেবল অসীম নিস্তব্ধতা। ভারতের এই জায়গায় কোনও রকম গাড়ি আসে না। বলা ভাল নিষিদ্ধ। সেই কারণেই এই জায়গায় ধুঁয়ো, ধুলো কম। আশেপাশের তুলনায় অনেক পরিষ্কার এবং সবুজ। গাড়ি চলে না, তাহলে মাথেরান গেলে ঘুরবেন কীভাবে? হাতে টানা রিক্সা চলে এখানে। এছাড়া ঘোড়ায় চড়তে পারেন। বিশেষ করে বর্ষার সময় সহ্যাদ্রির এই জায়গায় এলে মুগ্ধ হতে হয় তার সবুজে ঢাকা পাহাড় দেখে। মহারাষ্ট্রের মাথেরান জায়গাটি প্রথম আবিষ্কার করেন হাগ পয়েন্ট ম্যালেট। ১৯ শতকের মাঝামাঝি তখন। সেই থেকে ব্রিটিশদের জন্য গরমের ছুটি কাটানোর ঠিকানা হয়ে ওঠে এই জায়গা। এই বিষয়ে জানিয়ে রাখা ভাল, মাথেরানে গাড়ি না চললেও, টয় ট্রেন চলে। এটি এখানকার অন্যতম আকর্ষণ বলা যায়। কী কী দেখবেন মাথেরানে বেড়াতে এসে? প্যানোরোমা পয়েন্ট থেকে শার্লট লেক, প্রবালগোর দুর্গ, লুসিয়া পয়েন্ট, ইকো পয়েন্ট, ইত্যাদি জায়গা ঘুরে দেখুন।

দুর্যোগের আগে ‘ঘামছিলেন’ দেবী !

নেপালে তুঙ্গে চর্চা

নয়া জামানা ডেক্স ঃ নেপালে ভয়াবহ বন্যা ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পর নতুন করে আলোচনায় উঠে এসেছে একটি পুরনো বিশ্বাস। দুর্যোগের কয়েক দিন আগে কাভ্রেপালানচক জেলার বিখ্যাত পালানচক ভগবতী মন্দিরে দেবীর মূর্তি থেকে নাকি জল বা ‘ঘাম’ বের হতে দেখা গিয়েছিল। ঘটনাটি ঘিরে স্থানীয়দের মধ্যে তৈরি হয়েছে ব্যাপক কৌতূহল। জানা গিয়েছে, গত ২২ অগস্ট সন্ধের আরতির সময় মন্দিরে উপস্থিত ভক্তরা দেবী ভগবতীর মূর্তিতে ঘামের মতো জলকণা দেখতে পান। বিষয়টি নজরে আসতেই মন্দিরে শুরু হয় বিশেষ ধর্মীয় আচার।

পরে দেবীর উদ্দেশে ‘ক্ষমা পূজা’ করা হয়। স্থানীয় বিশ্বাস অনুযায়ী, দেবতার মূর্তিতে এই ধরনের অস্বাভাবিক পরিবর্তন দেখা দিলে তা নাকি কোনও বড় বিপদ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ কিংবা দেশের উপর আসন্ন সংকটের ইঙ্গিত হতে পারে। ঘটনার সঙ্গে সাম্প্রতিক বিপর্যয়ের সময়ের মিলই এখন সবচেয়ে বেশি চর্চার বিষয়। ২২ অগস্ট মূর্তিতে ‘ঘাম’ দেখা যাওয়ার চার দিন পর, ২৬ আগস্ট নেপালে ভয়াবহ আকস্মিক বন্যা ও ভূমিধসের ঘটনা ঘটে। হিমালয় অঞ্চলে বরফ ও পাথরের ধসের পর নদীর জল আচমকা বেড়ে গিয়ে বিস্তীর্ণ এলাকায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। বহু মানুষ প্রাণ হারান এবং অনেকে এখনও নিখোঁজ। পালানচক ভগবতী মন্দির নেপালের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় স্থান। পঞ্চখাল এলাকায় অবস্থিত এই মন্দিরে দেবী ভগবতীর কালো পাথরের মূর্তি রয়েছে। স্থানীয়দের কাছে এই দেবী বিপদ ও দুর্ভাগ্য থেকে রক্ষাকারী শক্তি হিসেবে বিশেষভাবে পূজিত। মূর্তিকে ঘিরে এর আগেও নানা অলৌকিক বিশ্বাস প্রচলিত ছিল। বড় কোনও ঘটনা বা বিপর্যয়ের আগে দেবীর মূর্তিতে এমন পরিবর্তন দেখা যায় বলে স্থানীয়দের একাংশের দাবি। যদিও এই ঘটনাকে ভবিষ্যৎ বিপর্যয়ের ‘পূর্বাভাস’ হিসেবে দেখা নিয়ে দ্বিমত রয়েছে। মূর্তিতে আর্দ্রতা তৈরি হওয়ার পিছনে পরিবেশের তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, পাথরের গঠন বা অন্য কোনও প্রাকৃতিক কারণ থাকতে পারে। বিশেষজ্ঞদের মতে, নেপালের সাম্প্রতিক ভয়াবহ বন্যার পিছনে মূল কারণ ছিল হিমবাহ-সংক্রান্ত ধস ও তার ফলে তৈরি হওয়া আকস্মিক জলস্রোত। তবু বিজ্ঞান ও বিশ্বাসের এই টানাপোড়েনের মধ্যেই পালানচক ভগবতীর ‘ঘাম’-এর ঘটনা নেপালে ফের এক প্রাচীন লোকবিশ্বাসকে সামনে নিয়ে এসেছে।

মহাকাশে হবে রান্নাবান্না

নয়া জামানা ডেক্স ঃ পৃথিবী থেকে কয়েকশো কিলোমিটার উঁচুতে, মাধ্যাকর্ষণহীন মহাশূন্যে এবার দিব্যি ফলল টাটকা শাকসবজি। শুধু ফলানোই নয়, আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে বসেই সেই টাটকা পাতা তুলে রেঁধে খেলেন নভশ্চররা। ভবিষ্যতের দীর্ঘ মহাকাশ অভিযানে কীভাবে খাদ্য উৎপাদন সম্ভব, তারই এক চমৎকার ঝলক দেখালেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত নাসা নভশ্চর অনিল মেনন ও তাঁর সহযাত্রী জেসিকা মেইর।সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ‘এক্স’-এ অনিল মেনন একটি ভিডিও শেয়ার করেছেন। সেখানে দেখা যাচ্ছে, মহাকাশ স্টেশনের ভেতরে বিশেষ ব্যবস্থায় ফলানো কেল এবং ওয়াসাবি মাস্টার্ড শাকের পাতা কেটে তুলে আনছেন তাঁরা। প্রায় এক মাস ধরে নাসার বিশেষ গবেষণা প্রকল্পের অধীনে এই শাকসবজি চাষ করা হয়েছিল। এরপর মহাকাশেই সেগুলি দিয়ে তৈরি করা হয় এক অভিনব ও টাটকা খাবার।ভিডিওটি পোস্ট করে উচ্ছ্বসিত অনিল মেনন লেখেন, আমাদের এই পর্বে রইল একেবারে ‘ফার্ম-টু-টেবিল’;সহজ এবং সুস্বাদু খাবার। এই কেল এবং ওয়াসাবি শাক আইএসএস-এ পুরো এক মাস ধরে বড় হয়েছে। আমরা কিছু পাতা তুলে পরীক্ষা করে দেখলাম। মহাকাশে এখনও পর্যন্ত আমাদের রান্না করা খাবারের মধ্যে এটি সেরা হতে পারে। নাসার ‘ভেজি’টিমকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের গাছ বড় করার সহজ কৌশল শেখানোর জন্য, যা আগামী দিনে মহাকাশ অভিযানের খাদ্য সংস্থানে বড় ভূমিকা নেবে। ‘দ্য মার্শিয়ান’ ছবির কাল্পনিক চরিত্র মার্ক ওয়াটনিও আজ গর্বিত হতেন।এই পুরো পরীক্ষাটি চালানো হয়েছে নাসার ‘ভেজি প্ল্যান্ট-গ্রোথ চেম্বার’-এর মধ্যে। মহাকর্ষহীন পরিবেশে উদ্ভিদের প্রতিক্রিয়া ও বৃদ্ধি বোঝার জন্যই বিজ্ঞানীদের এই উদ্যোগ।বিজ্ঞানীদের মতে, চাঁদ বা মঙ্গলে দীর্ঘমেয়াদি অভিযানের ক্ষেত্রে এই গবেষণা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্যাকেটজাত শুকনো খাবারের বাইরে গিয়ে নিয়মিত টাটকা সবুজ শাকসবজি খেলে নভশ্চরদের শরীরে শুধু পুষ্টির ঘাটতিই মিটবে না, দীর্ঘ দিন মহাকাশে কাটানোর একঘেয়েমি কাটিয়ে তাঁদের মানসিক মনোবল বাড়াতেও তা দারুণ সাহায্য করবে। পাশাপাশি, পৃথিবী থেকে বিপুল পরিমাণ খাদ্যবাহী যান পাঠানোর খরচ ও ঝামেলাও অনেকখানি কমবে।

শুধু রাখির দিনই মেলে দেবদর্শন

নয়া জামানা ডেক্স ঃ ভারতে অনেক প্রাচীন ও অনন্য মন্দির রয়েছে, যার সাথে জড়িত নানা প্রথা মানুষকে বিস্মিত করে। উত্তরাখণ্ডের চামোলি জেলায় অবস্থিত বংশীনারায়ণ মন্দিরটি এমনই একটি মন্দির। মন্দিরটির দরজা সারা বছর বন্ধ থাকে এবং শুধুমাত্র বছরে একবার রাখি বন্ধন উৎসবের দিন ভক্তদের জন্য তা খোলা হয়। এই দিনটিতে দেবতার দর্শন পেতে বিপুল সংখ্যক ভক্ত এখানে সমবেত হন। অনেক নারী এখানে ভগবান বিষ্ণুকে রাখিও নিবেদন করেন। বাঁশিনারায়ণ মন্দিরটি ভগবান বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে নিবেদিত। লোককথা অনুযায়ী, এর দরজা কেবল রাখিপূর্ণিমার দিনই খোলা হয়। ভক্তরা সকালে দেবতার দর্শন করেন এবং সূর্যাস্তের সময় দরজা পুনরায় বন্ধ করে দেওয়া হয়। এই মন্দিরটি তার প্রাচীনত্বের জন্যও পরিচিত; বলা হয়ে থাকে যে এটি অষ্টম শতাব্দীর। বছরের বাকি সময় সাধারণ ভক্তদের ভেতরে প্রবেশের অনুমতি নেই। দেবর্ষি নারদ সারা বছর ধরে এখানে ভগবান বিষ্ণুর পূজা করেন বলে বিশ্বাস।

Naya Jamana Night Edition_Layout 1 31-08-2026 21:56 Page 3

হাজিরা এড়ালেন ডেরেক ও'ব্রায়েন
সময় চেয়ে চিঠি পুলিশকে

নয়া জামানাঃ ক্যামাক স্ট্রিট কাণ্ডে শেক্সপিয়র সরণি থানায় তলবে হাজিরা এড়ালেন তৃণমূল সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন। সোমবার বেলা বারোটা নাগাদ থানায় ডেকে পাঠানো হয়েছিল তাঁকে। কিন্তু তার আগেই আইনজীবী মারফত সময় চেয়ে চিঠি পাঠান তিনি। সূত্রের খবর, পুলিশ তাঁকে দ্বিতীয় নোটিস দিতে পারে, এবং তার প্রস্তুতিও ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে।গত ২৭ অগস্ট বিকেলে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্যামাক স্ট্রিটের অফিসে পৌঁছন পুরসভার আধিকারিকরা। দফতরে থাকা বেআইনি বিলবোর্ড খুলতে গেলে সেখানকার নিরাপত্তারক্ষীদের সঙ্গে পুলিশের ধস্তাধস্তি বাধে। অভিযোগ, অফিসে ঢুকতে গেলে কলার ধরে পুলিশকে মারধর করা হয়, এমনকি মহিলা পুলিশকর্মীদের শ্লীলতাহানির চেষ্টার মামলাও রুজু হয়। ঘটনার পর শুরু হয় ধরপাকড়, এখনও পর্যন্ত গ্রেফতার হয়েছেন ১৪ জন।সেদিন ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন ডেরেকও এবং সরকারি কাজে বাধা দেওয়ার চেষ্টার অভিযোগ ওঠে তাঁর বিরুদ্ধেও। সেই অভিযোগেই রবিবার সকাল ৯টার পরে ডেরেকের প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোডের বাড়িতে পৌঁছন শেক্সপিয়র সরণি থানার আধিকারিকরা। কয়েকবার ডাকাডাকির পর তাঁর এক প্রতিনিধি বেরিয়ে আসেন এবং তাঁর হাতেই সমনের নোটিস দেওয়া হয়। সোমবার বেলা ১২টায় থানায় হাজিরার কথা বলা হলেও, তার আগেই আইনজীবী মারফত চিঠি পাঠিয়ে সাত দিনের সময় চেয়ে নেন সাংসদ।এদিকে একই মামলায় মঙ্গলবার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বুধবার তাঁর আপ্তসহায়ক সুমিত রায়কেও থানায় তলব করেছে পুলিশ।অভিষেকের আইনজীবী অর্ক নাগ জানান, বিলবোর্ড খোলার মামলায় নোটিস পাঠানো হলেও কলকাতা পুলিশের ওয়েবসাইটে সেই নোটিস বা এফআইআরের কপি আপলোড করা হয়নি। তাঁর দাবি, এমন ত্রুটি বারবার হচ্ছে, তাই পুলিশকে ইমেল পাঠিয়ে এ বিষয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে এবং ত্রুটির কথা মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে। তবে অভিষেক নির্ধারিত দিনে হাজিরা দেবেন কি না, তা নিয়ে এখনও সংশয় কাটেনি।

ক্যামাক স্ট্রিট-কাণ্ডে পুলিশের নোটিস নিয়ে প্রশ্ন অভিষেকের

নয়া জামানাঃ ক্যামাক স্ট্রিটে দলীয় কার্যালয়ের বিলবোর্ড খোলাকে কেন্দ্র করে কলকাতা পুলিশের সঙ্গে টানাপড়েনের মাঝেই এ বার শেক্সপিয়র সরণি থানাকে ইমেল করলেন ডায়মন্ড হারবারের তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার তাঁকে থানায় তলব করা হয়েছিল। কিন্তু হাজিরার ঠিক আগেই পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে পাল্টা ইমেল পাঠান তিনি।অভিষেকের আইনজীবীর দাবি, এফআইআরের কপি ও পুলিশের পাঠানো নোটিস কলকাতা পুলিশের অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে আপলোড না হওয়ার আইনি ত্রুটি উল্লেখ করেই এই ইমেল পাঠানো হয়েছে। যদিও পুলিশের পাল্টা দাবি, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই এফআইআর আপলোড হয়েছে এবং তা ওয়েবসাইটে রয়েছে। মঙ্গলবার নির্ধারিত সময়ে সাংসদ নিজে থানায় উপস্থিত হবেন কি না, তা নিয়ে এখনও স্পষ্ট কিছু জানা যায়নি।ঘটনার সূত্রপাত গত ২৭ অগস্ট, বৃহস্পতিবার। ওই দিন কলকাতা পুরসভার কয়েকজন কর্মী ও পুলিশ আধিকারিক গ্যাসকাটার-সহ সরঞ্জাম নিয়ে ক্যামাক স্ট্রিটের দলীয় কার্যালয়ে পৌঁছন এবং জানান, অফিসের বাইরের বিলবোর্ডটি বেআইনি, তাই তা অবিলম্বে খুলে ফেলতে হবে। খবর পেয়েই বেরিয়ে আসেন অভিষেক এবং বিলবোর্ড সরানোর সরকারি নির্দেশের কপি দেখতে চান। তাঁর অভিযোগ, পুরকর্মী বা পুলিশ আধিকারিকেরা কোনও বৈধ কাগজপত্র দেখাতে ব্যর্থ হন। এই নিয়েই দুই পক্ষের মধ্যে বাকবিতণ্ডা তৈরি হয়। নিজের কার্যালয়ের সামনে কী ধরনের বোর্ড থাকবে, তা পুরসভা ঠিক করে দেবে কি না, সেই প্রশ্ন তুলে সরব হন অভিষেক। পুলিশের অতিসক্রিয়তা এবং পুরকর্মীদের উপস্থিতিকে বেআইনি বলেও তোপ দাগেন তিনি।এর পরেই ঘটনার মোড় ঘোরে ইমেল-বিতর্কে। অভিষেকের আইনজীবীর অভিযোগ, আইনি নোটিস পাঠানো হলেও এফআইআর বা সংশ্লিষ্ট নথি ওয়েবসাইটে আপলোড না করে বারবার নিয়ম লঙ্ঘন করা হচ্ছে।একই মামলায় সোমবার তৃণমূলের বর্ষীয়ান সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েনকেও হাজিরার সমন পাঠানো হয়েছিল। তবে তিনি নির্ধারিত দিনে হাজির না হয়ে আইনজীবীর সঙ্গে পরামর্শের সুযোগ না পাওয়ার যুক্তি দেখিয়ে সাত দিনের সময় চেয়ে আবেদন জানিয়েছেন।

শিয়ালদহের আগুনের পর ফুটপাথ-নিরাপত্তা নিয়ে ফের সরব অগ্নিমিত্রা

নয়া জামানাঃ কয়েক দিনের ব্যবধানে একের পর এক অগ্নিকাণ্ডে কাঁপছে রাজ্য। তারাপীঠের ঘটনার পরে নিউ মার্কেটের হোটেলে আগুনে মৃত্যুর খবর প্রকাশ্যে আসে। এরই মধ্যে সোমবার সকালে ব্যস্ত সময়ে শিয়ালদহ স্টেশনের বাইরের ফুড প্লাজায় আচমকা বিধ্বংসী আগুন লাগে। একাধিক খাবারের দোকানে প্রচুর রান্নার তেল ও দাহ্য পদার্থ মজুত থাকায় আগুন ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়। এই আবহেই ফের আলোচনার কেন্দ্রে ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের ফুটপাথে দুধ গরম করা নিয়ে বিতর্ক এবং তা নিয়ে পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পালের প্রতিক্রিয়া।পার্ক স্ট্রিটের ফুটপাথ দখলমুক্ত করতে গিয়ে আগেই বিতর্কে জড়িয়েছিলেন মন্ত্রী।

বড় হোটেল বা ফুড প্লাজায় অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন ওঠায়, ঘিঞ্জি ফুটপাথের নিরাপত্তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। এই প্রসঙ্গে অগ্নিমিত্রা বলেন, ফুটপাথে খোলা উনুন জ্বালিয়ে বা ট্রান্সফরমারের পাশে গ্যাস জ্বালিয়ে রান্নার প্রবণতা থেকেই বিপদের আশঙ্কা তৈরি হচ্ছে। তাঁর কথায়, চা, লুচি বা পানের দোকানের ত্রিপল থেকে একটি স্ফুলিঙ্গই গোটা বাজার পুড়িয়ে দিতে পারে।হকার-দখল প্রসঙ্গে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের কথা মনে করিয়ে মন্ত্রী বলেন, ফুটপাথের এক-তৃতীয়াংশে দোকান রেখে বাকি অংশ পথচারীদের চলাচলের জন্য ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ বারবার দেওয়া হয়েছে। খোলা স্টোভে দুধ গরম করার অধিকার কারও নেই বলেও স্পষ্ট করেন তিনি।

উচ্ছেদ প্রসঙ্গে কড়া অবস্থান নিয়ে তিনি প্রশ্ন তোলেন, যাঁদের রাজ্যে বাড়ি থাকা সত্ত্বেও তা ভাড়া দিয়ে ফুটপাথে বসবাস করা হচ্ছে, তাঁদের বিষয়ে প্রশাসনের ভূমিকা কী হওয়া উচিত। ফ্রি স্কুল স্ট্রিটে দুধ গরম করা নিয়ে বিতর্কের সময় সরকার পরে ওই পরিবারের থাকা ও কাজের ব্যবস্থা করে দেয়।

অগ্নিমিত্রা তখন নিজের মন্তব্যের সুর নিয়ে আত্মসমালোচনাও করেছিলেন। তবে শহরের সৌন্দর্য ও শৃঙ্খলা রক্ষায় আপস না করার কথা ফের স্পষ্ট করে শিয়ালদহ-কাণ্ডের প্রেক্ষিতে তিনি বিরোধীদের নিশানা করে বলেন, দুধ গরমের ঘটনা নিয়ে সরব হওয়া পক্ষগুলি এ বার আগুন লাগার কারণ নিয়ে মুখ খুলুক।

ক্যামাক স্ট্রিট-কাণ্ডে অভিষেকের
আপ্তসহায়কে তলব বুধবার হাজিরার নোটিশ

নয়া জামানা,ক্যামাক স্ট্রিটে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দফতরে পুরকর্মীদের সঙ্গে সংঘর্ষের ঘটনায় এ বার তলব করা হল তাঁরই আপ্তসহায়ক সুমিত রায়কে। রবিবার সন্ধ্যায় নিউ আলিপুরের বাড়িতে গিয়ে তাঁকে নোটিস দেয় শেক্সপিয়র সরণি থানার পুলিশ।

আগামী বুধবার থানায় হাজির হতে বলা হয়েছে সুমিতকে। তদন্তকারীদের সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবারের অশান্তিতে তাঁর কোনও ভূমিকা ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখা হতে পারে।ঘটনার সূত্রপাত বৃহস্পতিবার বিকেলে। কলকাতা পুরসভার আধিকারিকেরা ক্যামাক স্ট্রিটে অভিষেকের দফতরে লাগানো একটি বিলবোর্ড খুলতে গেলে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। পুরসভার দাবি ছিল, তৃণমূলের নামাঙ্কিত ওই বিলবোর্ডটি অবৈধ ভাবে বসানো হয়েছিল এবং তা বিপজ্জনক অবস্থায় ঝুলছে। সেই কারণেই সেটি খুলতে গিয়েছিলেন পুরকর্মীরা। বিলবোর্ড সরানোর কাজে বাধা দেওয়া হয় পুরসভার কর্মীদের। পুলিশের সহযোগিতায় আধিকারিকেরা দফতরে ঢোকার চেষ্টা করলে শুরু হয় বিক্ষোভ ও ধস্তাধস্তি। পুলিশ এবং পুরকর্মীদের মারধরের অভিযোগও ওঠে। সরকারি কাজে বাধা দেওয়ার পাশাপাশি মহিলাদের হেনস্থার চেষ্টা ও ভয় দেখানোর অভিযোগে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার একাধিক ধারায় মামলা রুজু হয়েছে।ওই ঘটনায় মোট তিনটি এফআইআর করেছে পুলিশ।

পাঠানো হয়েছে নোটিস। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়াও অভিযুক্তদের তালিকায় রয়েছেন তৃণমূল নেতা ডেরেক ওব্রায়েন, বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায় এবং হুমায়ুন কবীর। এখনও পর্যন্ত এই ঘটনায় ১৪ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।এ বার তদন্তের আওতায় এলেন সুমিত রায়। অতীতেও একাধিক মামলায় তাঁর নাম উঠে এসেছে। শালবনি থানায় জমি দুর্নীতির অভিযোগের তদন্তে তাঁকে খুঁজতে এক সময় অভিষেকের কালীঘাটের বাড়িতে গিয়েছিল পুলিশ। সেই ঘটনায় বাড়ির তালা ভেঙে তল্লাশির অভিযোগ ঘিরে রাজনৈতিক চাপানউতর হয় বিস্তর। পরে সুমিতের বিরুদ্ধে আরও কয়েকটি মামলা হয়।চাকরি দুর্নীতির একটি মামলায় কলকাতা হাইকোর্ট থেকে সাময়িক স্বস্তি পেয়েছিলেন তিনি। যদিও বিভিন্ন তদন্তে তাঁকে একাধিক বার সিআইডি দফতরে হাজিরা দিতে হয়েছে। ক্যামাক স্ট্রিটের সাম্প্রতিক অশান্তির সঙ্গে সুমিতের কোনও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যোগ রয়েছে কি না, বুধবারের জিজ্ঞাসাবাদে সেই দিকেই নজর থাকবে তদন্তকারীদের।

Naya Jamana Night Edition_Layout 1 31-08-2026 21:56 Page 4

সম্পাদকীয়

৩১ আগষ্ট ২০২৬ ।। সোমবার

তিব্বতে বান, চিনে নীরবতা

প্রকৃতির তাণ্ডবের সামনে কোনও সীমান্তই শেষ কথা নয়। পাহাড়ি নদীর হড়পা বান নেপাল ও তিব্বতের বিস্তীর্ণ এলাকায় যে ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি করেছে তা নিছক একটি প্রাকৃতিক বিপর্যয় নয়-এটি মানবিক বিপর্যয়ও।কিন্তু এই বিপর্যয়ের ছবি যখন নেপাল থেকে গোটা বিশ্বের সামনে উঠে আসছে তখন তিব্বতের পরিস্থিতি নিয়ে কেন এত অন্ধকার ?নেপালে ধ্বংসের ছবি দেখা যাচ্ছে।কাদামাটি ও জলের স্রোতে ভেসে যাওয়া জনপদ, বিধ্বস্ত রাস্তা-সেতু, নিখোঁজ মানুষের স্বজনদের কান্না সবই প্রকাশ্যে এসেছে।সংবাদমাধ্যম ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে। সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে অসংখ্য ছবি ও ভিডিয়ো।ফলে বিশ্ববাসী জানতে পারছে বিপর্যয়ের ভয়াবহতা।কিন্তু তিব্বত ?সেখান থেকে তথ্যের স্রোত যেন হঠাৎ থেমে গিয়েছে। অভিযোগ উঠছে, চিনা সমাজমাধ্যম থেকে বিপর্যয়ের ছবি, ভিডিয়ো এবং দুর্গত মানুষের সাহায্যের আবেদন সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।স্থানীয়দের বক্তব্য ও বিপর্যয় সংক্রান্ত কিছু রিপোর্টও মুছে ফেলার অভিযোগ রয়েছে।বিদেশি সাংবাদিকদের ঘটনাস্থলে যাওয়ার অনুমতি না দেওয়ার অভিযোগও পরিস্থিতিকে আরও রহস্যময় করে তুলেছে।চিনের সরকারি সংবাদমাধ্যমে অবশ্য উদ্ধারকাজ ও প্রশাসনের তৎপরতার খবর রয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হল, বিপর্যয়ের প্রকৃত ছবি কোথায় ?সরকারি হিসাবে তিব্বতে পাঁচ জনের মৃত্যুর কথা বলা হয়েছে এবং ২৬০ জন বিদেশি-সহ ৫৫৮ জন নিখোঁজ বলে জানানো হয়েছে।কিন্তু স্বাধীনভাবে সেই তথ্য যাচাই করার সুযোগ সীমিত হলে প্রশ্ন উঠবেই। কারণ দুর্যোগের সময়ে তথ্য কোনও বিলাসিতা নয়-তথ্যই উদ্ধারকাজের অন্যতম প্রধান হাতিয়ার।নেপালের পরিস্থিতিও ভয়াবহ। পুলিশের দেওয়া হিসাবে মৃতের সংখ্যা ৬২৬ এবং নিখোঁজ প্রায় তিন হাজার।নিখোঁজদের মধ্যে কৈলাস-মানস সরোবর যাত্রায় যাওয়া বহু ভারতীয় থাকার খবর উদ্বেগ আরও বাড়িয়েছে। আন্তর্জাতিক সাহায্যের দরজাও খুলেছে নেপাল। ভারত-সহ বিভিন্ন দেশ থেকে উদ্ধারকারী দল ও ত্রাণ পৌঁছনোর সুযোগ তৈরি হয়েছে।দুই দেশের পরিস্থিতির এই তুলনা আমাদের সামনে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন রাখে, বিপর্যয়ের সময়ে রাষ্ট্রের দায়িত্ব কি তথ্যকে নিয়ন্ত্রণ করা,নাকি সত্যকে সামনে আনা ? প্রশাসনিক সাফল্যের প্রচার অবশ্যই হতে পারে। উদ্ধারকাজের খবরও প্রকাশিত হওয়া উচিত।কিন্তু তার পাশাপাশি ক্ষয়ক্ষতির প্রকৃত চিত্র,মৃত ও নিখোঁজের স্বচ্ছ হিসাব এবং দুর্গত মানুষের কণ্ঠস্বরও প্রকাশ্যে আসা প্রয়োজন।তিব্বতের মানুষও এই পৃথিবীরই মানুষ।তাদের দুর্দশার খবর জানার অধিকার শুধু তাদের পরিবারের নয়,গোটা বিশ্বের।হড়পা বান পাহাড় ভাসিয়ে দিতে পারে কিন্তু সত্যকে চিরকাল ভাসিয়ে রাখা যায় না। তথ্যের উপর বাঁধ যতই শক্ত হোক,একদিন না একদিন সত্যের স্রোত সেই বাঁধ ভেঙে বেরিয়ে আসবেই।

ফ্রেমের বাইরে যে জীবনটা থেকে যায়

বাপন দেব লাড়ু

রাত সাড়ে এগারোটা। ফোনের স্ক্রিনে আঙুল বুলিয়ে যাচ্ছে মিতা। কারো বিদেশ ভ্রমণের ছবি, কারো নতুন ফ্ল্যাটের গৃহপ্রবেশ, কারো সন্তানের জন্মদিনের ঝলমলে সাজানো টেবিল। প্রতিটা ছবির নিচে হাসিমুখ ইমোজি, সো ব্লেসড, গ্রেটফুল ফর দিস লাইফক্ষ্ম। মিতা নিজের ঘরের দিকে তাকায়, এলোমেলো বিছানা, পড়ে থাকা অফিসের ব্যাগ, ফ্রিজে বাসি খাবার। মনে মনে প্রশ্ন জাগে, সবাই এত সুখী কী করে? শুধু আমারই জীবনটা এমন এলোমেলো কেন?এই প্রশ্নটা আজ শুধু মিতার একার নয়। ঘরে ঘরে, শহরে-গ্রামে, প্রতিটা স্মার্টফোনের পেছনে বসে থাকা মানুষটার মনে একই প্রশ্ন ঘুরপাক খায়। সোশ্যাল মিডিয়া আমাদের একটা এমন জগৎ দেখায়, যেখানে সবাই সুখী, সবাই সফল, সবার জীবন যেন একটানা উৎসব। কিন্তু আসল সমস্যাটা হলো, আমরা ভুলে যাই, এই জগৎটা বাস্তবের প্রতিচ্ছবি নয়, বরং একটা কিউরেটেড প্রদর্শনী। মানুষ তার জীবনের সবচেয়ে ঝলমলে মুহূর্তটুকু বেছে নিয়ে ফ্রেমবন্দি করে, বাকি সবটুকু ক্লান্তি, দ্বন্দ্ব, ব্যর্থতা, একাকীত্ব, থেকে যায় ফ্রেমের বাইরে।আমরা যখন সেই কিউরেটেড জগতের সঙ্গে নিজের অসম্পূর্ণ, এলোমেলো, বাস্তব জীবনটাকে তুলনা করি, তখনই শুরু হয় গোলমাল। এটাকে মনোবিজ্ঞানীরা বলেন ক্ষ্মসোশ্যাল কম্প্যারিজন ট্র্যাপক্ষ্ম। মানুষ স্বভাবতই নিজেকে অন্যের সঙ্গে মেলায়, এটা নতুন কিছু নয়। কিন্তু আগে তুলনার জায়গাটা ছিল পাড়া-প্রতিবেশী, সহকর্মী বা আত্মীয়স্বজন, একটা সীমিত গণ্ডি। এখন তুলনার ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে হাজার হাজার অচেনা মানুষের সাজানো জীবন, যা চব্বিশ ঘণ্টা চোখের সামনে ভেসে বেড়ায়। ফলাফল - নিজের প্রাপ্তিতে সন্তুষ্ট হওয়ার বদলে মন সবসময় খুঁজে বেড়ায় কী নেই, কী পাইনি।এই চাপ সবচেয়ে বেশি টের পায় তরুণ প্রজন্ম। যে বয়সে নিজের পরিচয় খুঁজে পাওয়ার কথা, সেই বয়সেই তাদের শিখতে হচ্ছে কীভাবে একটা পারফেক্ট ইমেজ বজায় রাখতে হয়। পড়াশোনার ফাঁকে ছবি তোলা, ক্যাপশন লেখা, লাইক গোনা, এসবই এখন দৈনন্দিন জীবনের অংশ। আর যখন প্রত্যাশিত লাইক বা মন্তব্য না আসে, তখন সেটা শুধু হতাশা নয়, নিজের মূল্য নিয়েই প্রশ্ন তুলে দেয়। অথচ এই প্রজন্মের কেউই জানে না, যাকে তারা পারফেক্ট ভাবছে, সেও হয়তো রাতে একা বসে একই রকম অনিশ্চয়তায় ভোগে।মজার ব্যাপার হলো, যারা এই ছবিগুলো পোস্ট করেন, তাদের অনেকেই জানেন না তারা কতটা চাপ তৈরি করছেন। একটা সুন্দর মুহূর্তকে ভাগ করে নেওয়ার সহজাত ইচ্ছেটাই ধীরে ধীরে রূপ নিচ্ছে একটা প্রতিযোগিতায় ; কার জীবন কতটা উপস্থাপনযোগ্য। এভাবেই সততা হারিয়ে যাচ্ছে যোগাযোগের এই নতুন ভাষায়।তাহলে সমাধান কী? সোশ্যাল মিডিয়া ছেড়ে দেওয়া নিশ্চয়ই বাস্তবসম্মত উত্তর নয়। বরং দরকার একটু সচেতনতা এই বোধটুকু জাগ্রত রাখা যে, স্ক্রিনে দেখা প্রতিটা হাসি সম্পূর্ণ সত্য নয়, প্রতিটা ক্ষ্মপারফেক্টক্ষ্ম মুহূর্তের পেছনে লুকিয়ে থাকে অগণিত অসম্পূর্ণ মুহূর্ত, যা কেউ পোস্ট করে না। নিজের জীবনকে অন্যের প্রদর্শিত জীবনের সঙ্গে না মিলিয়ে, নিজের গতিতে, নিজের মতো করে বাঁচার অধিকারটুকু মনে রাখা জরুরি।মিতার মতো লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রতিরাতে যে তুলনার যন্ত্রণায় ভোগেন, তার সমাধান লুকিয়ে আছে একটাই উপলব্ধিতে ; জীবন কোনো প্রদর্শনী নয়, আর সুখও কোনো প্রতিযোগিতার বিষয় নয়। ফ্রেমের বাইরে যে এলোমেলো, অগোছালো জীবনটা পড়ে থাকে, সেটাই আসলে সবচেয়ে বেশি সত্যি।

রাত সাড়ে এগারোটা। ফোনের স্ক্রিনে আঙুল বুলিয়ে যাচ্ছে মিতা। কারো বিদেশ ভ্রমণের ছবি, কারো নতুন ফ্ল্যাটের গৃহপ্রবেশ, কারো সন্তানের জন্মদিনের ঝলমলে সাজানো টেবিল। প্রতিটা ছবির নিচে হাসিমুখ ইমোজি, সো ব্লেসড, গ্রেটফুল ফর দিস লাইফক্ষ্ম। মিতা নিজের ঘরের দিকে তাকায়, এলোমেলো বিছানা, পড়ে থাকা অফিসের ব্যাগ, ফ্রিজে বাসি খাবার। মনে মনে প্রশ্ন জাগে, সবাই এত সুখী কী করে? শুধু আমারই জীবনটা এমন এলোমেলো কেন?এই প্রশ্নটা আজ শুধু মিতার একার নয়। ঘরে ঘরে, শহরে-গ্রামে, প্রতিটা স্মার্টফোনের পেছনে বসে থাকা মানুষটার মনে একই প্রশ্ন ঘুরপাক খায়। সোশ্যাল মিডিয়া আমাদের একটা এমন জগৎ দেখায়, যেখানে সবাই সুখী, সবাই সফল, সবার জীবন যেন একটানা উৎসব। কিন্তু আসল সমস্যাটা হলো, আমরা ভুলে যাই, এই জগৎটা বাস্তবের প্রতিচ্ছবি নয়।

Naya Jamana Night Edition_Layout 1 31-08-2026 21:56 Page 5

পুজোর আগেই রাজ্যে সাড়ে ৬শো নতুন সরকারি বাস, রানীগঞ্জে বার্তা পরিবহন মন্ত্রীর

নয়া জামানা, পশ্চিম বর্ধমান ঃ আসন্ন দুর্গাপুজোর আগেই রাজ্যের সাধারণ মানুষের জন্য পরিবহনে বড় স্বস্তির খবর দিল রাজ্য সরকার। রবিবার রানীগঞ্জের বিখ্যাত খাটু শ্যাম মন্দিরে পুজো দিতে এসে রাজ্যে সাড়ে ছয়শত নতুন সরকারি বাস নামানোর কথা ঘোষণা করলেন নবনিযুক্ত পরিবহন মন্ত্রী অর্জুন সিং।তিনি জানান, রাজ্যে প্রায় সাড়ে সাতশোর বেশি সরকারি বাস বর্তমানে বেহাল অবস্থায় পড়ে থাকার কারণে যাত্রীরা সঠিক পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে পুজোর আগেই এই নতুন বাসগুলি রাস্তায় নামানো হবে। এর পাশাপাশি তিনি বড় প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলেন, রাজ্যের প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রকেই এবার সরকারি পরিবহন ব্যবস্থার অধীনে আনা হবে। শিল্পাঞ্চল থেকে শুরু করে প্রতিটি ধর্মীয় স্থানকে বাস যোগাযোগের মাধ্যমে যুক্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে, যাতে সব মানুষ সমান সুবিধা পান।রাজ্যের বেহাল রাস্তার অবস্থা নিয়ে প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী জানান, ঘন ঘন নিম্নচাপ ও সাম্প্রতিক প্লাবনের কারণে এখনই সংস্কারকাজ সম্ভব হচ্ছে না। তবে বর্ষা কমলেই পুজোর আগে দ্রুত সমস্ত রাস্তা মেরামত করা হবে। এছাড়া জাতীয় সড়কে বেআইনি ই-রিকশার দাপট রুখতে শীঘ্রই কড়া পদক্ষেপ নেওয়ার আশ্বাস দেন তিনি। সব মিলিয়ে উৎসবের মরশুমের আগেই রাজ্যজুড়ে পরিবহন ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিয়েছেন পরিবহন মন্ত্রী।

ময়নাগুড়িতে জেলা পরিষদকে না জানিয়ে বিজেপির উপস্থিতিতে মৎস্য স্টল বণ্টন, তুঙ্গে বিতর্ক

রঞ্জন সাহা, নয়া জামানা, ময়নাগুড়িঃ ময়নাগুড়ির পুরাতন বাজারে জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদ নির্মিত ক্ষুদ্র মাছ ব্যবসায়ীদের শেড ও স্টল বণ্টন ঘিরে তীব্র বিতর্ক তৈরি হয়েছে। সোমবার জেলা পরিষদের সম্পূর্ণ অজান্তে ময়নাগুড়ি ব্যবসায়ী সমিতির কার্যালয়ে লটারির মাধ্যমে ২৮ জন ব্যবসায়ীকে এই স্টলগুলি বন্টন করা হয়। তৃণমূল সরকারের আমলে নির্মিত এই শেডটি এতদিন অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থেকে ডাম্পিং গ্রাউন্ডে পরিণত হয়েছিল। পরবর্তীতে এলাকাটি পরিষ্কার করার পর, স্থানীয় বিজেপি নেতা এবং ব্যবসায়ী সমিতির কয়েকজন সদস্যের উদ্যোগে এই প্রক্রিয়ার আয়োজন করা হয়।জেলা পরিষদের মালিকানাধীন সম্পত্তি কীভাবে তাদের প্রতিনিধিদের অনুপস্থিতিতে স্থানীয় রাজনৈতিক নেতাদের দ্বারা বন্টন করা হল, তা নিয়ে ময়নাগুড়ির রাজনৈতিক ও সামাজিক মহলে নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। এই ঘটনায় সরকারি সম্পত্তি বণ্টনের সঠিক নিয়ম ও স্বচ্ছতা মানা হয়েছে কি না, তা নিয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন অনেকে।বিষয়টি নিয়ে জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের সভাধিপতি কৃষ্ণা রায় বর্মন স্পষ্ট জানান, এই লটারি বা বন্টনের বিষয়ে জেলা পরিষদ কিছুই জানত না। ইতিপূর্বে তাদের কাছে ব্যবসায়ীদের একটি সাধারণ তালিকা এসেছিল মাত্র। জেলা পরিষদকে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রেখে এই ধরণের পদক্ষেপ কীভাবে নেওয়া হল, তা খতিয়ে দেখতে দ্রুত আলোচনা ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।

রেজিস্ট্রি অফিসে ভুয়োদের দৌরাত্ম্য, ফালাকাটায় দলিল লেখক সমিতির ক্ষোভ

সুকমল ঘোষ, নয়া জামানা, ফালাকাটা ঃ ফালাকাটা কমিউনিটি হলে আয়োজিত রাজ্য কনভেনশনে জমির রেজিস্ট্রি অফিসগুলোতে দালালি ও ভুয়া দলিল লেখকদের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করল পশ্চিমবঙ্গ দলিল লেখক সমিতি। রবিবার রাজ্যজুড়ে আসা প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে সংগঠনের নেতারা অভিযোগ জানান, লাইসেন্স ছাড়াই একাংশ ব্যক্তি অনৈতিকভাবে দলিল লেখার কাজ পরিচালনা করছে। এর ফলে সাধারণ মানুষ প্রতারিত হচ্ছেন, সরকারের রাজস্বের ক্ষতি হচ্ছে এবং প্রকৃত লাইসেন্সপ্রাপ্ত দলিল লেখকদের ভাবমূর্তি কালিমালিপ্ত হচ্ছে।সমিতির সাধারণ সম্পাদক দীপক কুমার দাস জানান, এই প্রতারণা বন্ধ করতে এবং জালিয়াতি ঠেকাতে রেজিস্ট্রি প্রক্রিয়ায় লাইসেন্সপ্রাপ্ত দলিল লেখকদের ডিজিটাল স্বাক্ষর বাধ্যতামূলক করা অত্যন্ত জরুরি। এতে প্রকৃত দলিল লেখকদের মাধ্যমে সঠিক কাজ নিশ্চিত হবে।সম্মেলনে পেশাকে বাঁচাতে ও লেখকদের স্বার্থরক্ষায় মোট ১৩ দফা দাবি উত্থাপন করা হয়। যার মধ্যে অন্যতম হল ভুয়া দলিল লেখকদের দ্রুত চিহ্নিতকরণ, প্রবীণ দলিল লেখকদের সরকারি ভাতার ব্যবস্থা করা, সামাজিক সুরক্ষার আওতায় আনা এবং লাইসেন্সপ্রাপ্তদের মাধ্যমেই স্ট্যাম্প ক্রয়-বিক্রয়ের সুযোগ ফিরিয়ে দেওয়া। সংগঠনের পক্ষে জানানো হয়েছে, পেশাগত স্বচ্ছতা ফেরাতে ও এই দাবিগুলো বাস্তবায়নের জন্য শীঘ্রই ফালাকাটার বিধায়ক তথা মন্ত্রী দীপক বর্মনের কাছে লিখিত স্মারকলিপি প্রদান করা হবে।

মেয়ের খুনে ন্যায়বিচার পেতে এক বছর পর আইনি লড়াইয়ে সোচ্চার বৃদ্ধ বাবা

নয়া জামানা, খড়িবাড়ি ঃ খড়িবাড়ির বুড়াগঞ্জে এক তরুণীর মৃত্যুর ঘটনায় প্রায় এক বছর পর খুনের মামলা দায়ের হল। মেয়েকে নির্মমভাবে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগে ন্যায়বিচারের আশায় বর্তমানে খড়িবাড়ি ও নাগরাকাটা;দুই থানার দুয়ারে ঘুরছেন মৃতার বাবা সবীর আনসারি। অভিযোগ, ঘটনায় মূল অভিযুক্তরা এখনও ধরাছোঁয়ার বাইরে রয়েছে। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, খড়িবাড়ির বক্তরভিটার বাসিন্দা ৩৪ বছর বয়সি সাবানা খাতুনের সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদের পর সম্পর্ক তৈরি হয় পার্শ্ববর্তী হাতিডোবার বাসিন্দা শিবু শর্মার। সাবানাকে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিলেও পরবর্তীকালে শিবু পুনরায় তাঁর স্ত্রীর কাছে ফিরে যান। অভিযোগ, গত বছরের ২২ এপ্রিল শিবু ও তাঁর স্ত্রী পরিকল্পিতভাবে সাবানাকে নাগরাকাটায় নিয়ে গিয়ে লোহার রড দিয়ে মাথায় আঘাত করেন এবং তীব্র মারধর করেন। প্রায় চার মাস উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকার পর ২৯ আগস্ট মৃত্যু হয় সাবানার। মৃতার বাবার দাবি, অভিযুক্তরা শাসকদলের ঘনিষ্ঠ হওয়ায় ঘটনার সময় তাঁকে ভয়ভীতি দেখিয়ে অভিযোগ জানাতে বাধা দেওয়া হয়েছিল। অবশেষে গত ১৯ আগস্ট তিনি খড়িবাড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ জানান।

বাগডোগরায় ত্রিকোণ প্রেমের জেরে যুবকের খুন, ধৃত অভিযুক্ত স্বামী

নয়া জামানা, খড়িবাড়িঃ ত্রিকোণ প্রেমের জেরে সৃষ্ট বিবাদের পর ধারালো অস্ত্রের হামলায় এক যুবকের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে বাগডোগরার রূপসিং জোত এলাকায়। মৃত যুবকের নাম মিঠু বর্মন। ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে মালকু মুন্ডা নামে এক রাজমিস্ত্রিকে গ্রেফতার করেছে বাগডোগরা থানার পুলিশ। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দেবমুনি লাইনের বাসিন্দা মালকু মুন্ডার স্ত্রীর সঙ্গে গত ৬-৭ বছর ধরে মিঠু বর্মনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। প্রায় এক বছর আগে মালকুর স্ত্রী মিঠুর সঙ্গে ভুজিয়াপানি এলাকার একটি ভাড়া বাড়িতে থাকতে শুরু করেন, যা নিয়ে দুই পরিবারের মধ্যে তীব্র অশান্তি চলছিল। রবিবার সন্ধ্যায় পুরনো এই বিবাদকে কেন্দ্র করে দু'জনের মধ্যে বচসা বাঁধলে মালকু ধারালো অস্ত্র দিয়ে মিঠুর ওপর হামলা চালায় বলে অভিযোগ।গুরুতর আহত অবস্থায় মিঠুকে প্রথমে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও পরে একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়। সোমবার সকালে সেখানেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। ঘটনার পর রবিবার রাতেই ভুজিয়াপানি থেকে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে পুলিশ। মৃতের পরিবারের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

Naya Jamana Night Edition_Layout 1 31-08-2026 21:56 Page 6

ময়নাগুড়ি কৃষক বাজারে শুরু ২.৪৬ কোটি টাকার নতুন পাইকারি মাছ বাজার নির্মাণ

নয়া জামানা, ময়নাগুড়ি ঃ ময়নাগুড়ি কৃষক বাজারে ২ কোটি ৪৬ লক্ষ ৪৫ হাজার ৬১৩ টাকা ব্যয়ে এক অত্যাধুনিক পাইকারি মাছ বাজার নির্মাণের কাজ আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হল। সোমবার এই নতুন প্রকল্পের কাজ উদ্বোধন করেন ময়নাগুড়ির বিধায়ক ডালিমচন্দ্র রায়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ময়নাগুড়ি ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক (বিডিও) সৌমেন দাস, ব্লক কৃষি আধিকারিক এবং মার্কেটিং দপ্তরের অন্যান্য আধিকারিকগণ।দীর্ঘদিন ধরে পুরনো মাছ বাজারে পর্যাপ্ত নিকাশী নালা না থাকা, আলোর অভাব, শৌচালয়ের বেহাল দশা এবং জলের তীব্র সমস্যা নিয়ে ব্যবসায়ীরা চরম ভোগান্তির মধ্যে ব্যবসা চালিয়ে আসছিলেন। জমে থাকা আবর্জনা ও দুর্গন্ধের কারণে গোটা কৃষক বাজারের পরিবেশ দূষিত হচ্ছিল। মার্কেটিং দপ্তর সূত্রে জানানো হয়েছে, নবনির্মিত এই বাজারে মোট ৩৫টি আধুনিক স্টল তৈরি করা হবে। ব্যবসায়ীদের সুবিধার জন্য এখানে উন্নত নিকাশী ব্যবস্থা, পর্যাপ্ত আলোর আয়োজন এবং সংস্কারকৃত শৌচালয়ের ব্যবস্থা থাকবে। এতে পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকার পাশাপাশি ব্যবসায়ে স্বচ্ছন্দ ফিরবে। তবে কেবল সরকারি দপ্তরের ওপর নির্ভর না করে বাজারের পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে মাছ ব্যবসায়ীদেরও দায়িত্ব নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন বিধায়ক ও প্রশাসনিক আধিকারিকরা। বাজারটি চালু হওয়ার পর তা যাতে নোংরা না হয় এবং সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়, সে বিষয়ে ব্যবসায়ীদের সজাগ থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

বুলবুলচণ্ডী বাস টার্মিনাস মার্কেটে আধুনিক রূপদানের আশ্বাস প্রতিমন্ত্রী জোয়েল মুর্মুর

নয়া জামানা, হবিবপুর ঃ মালদা জেলা পরিষদ পরিচালিত হবিবপুর ব্লকের বুলবুলচণ্ডী বাস টার্মিনাস মার্কেটটির সার্বিক পরিকাঠামো উন্নয়নে উদ্যোগী হলেন হবিবপুরের বিধায়ক তথা রাজ্যের আদিবাসী উন্নয়ন, সেচ ও জলপথ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী জোয়েল মুর্মু। দীর্ঘদিন ধরে অবহেলিত এই মার্কেটটির হাল ফেরাতে সোমবার প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের সঙ্গে নিয়ে তিনি সরজমিনে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন।বর্তমানে এই মার্কেটে ২৯টি টিনের শেড এবং ৯টি পাকা দোকান রয়েছে। তবে দীর্ঘদিনের সংস্কারের অভাবে এখানকার শৌচালয়টি বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে এবং পানীয় জলেরও চরম সংকট রয়েছে। ফলে স্থানীয় ব্যবসায়ীরা দীর্ঘদিন ধরে জেলা পরিষদের কাছে পরিকাঠামোগত মানোন্নয়নের দাবি জানিয়ে আসছিলেন। ব্যবসায়ীদের সেই দীর্ঘদিনের দাবির পরিপ্রেক্ষিতেই সোমবার এই বিশেষ পরিদর্শনের আয়োজন করা হয়।এদিনের পরিদর্শনে প্রতিমন্ত্রীর সাথে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা শাসক (জেলা পরিষদ) ভাস্কর মজুমদার, হবিবপুরের বিডিও অংশুমান দত্ত এবং জেলা পরিষদ সদস্য তারাশংকর রায়সহ অন্যান্য প্রশাসনিক আধিকারিকরা। পুরো মার্কেটটি ঘুরে দেখার পর আধিকারিকরা স্থানীয় ব্যবসায়ীদের সাথে কথা বলেন এবং তাঁদের অভাব-অভিযোগ মনোযোগ দিয়ে শোনেন। সমস্ত পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে প্রতিমন্ত্রী ও অতিরিক্ত জেলা শাসক প্রতিশ্রুতি দেন যে, আসন্ন দুর্গাপূজোর আগেই মার্কেটে আধুনিক পরিকাঠামো গড়ে তোলার কাজ আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু করা হবে। প্রশাসনের এই দ্রুত পদক্ষেপে খুশির হাওয়া ব্যবসায়ী মহলে।

টাকা নিয়েও মিলল না আবাসের ঘর, পঞ্চায়েত সদস্যার বিরুদ্ধে মোথাবাড়ি থানায় অভিযোগ

নয়া জামানা, মোথাবাড়ি ঃ প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ঘর পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে উপভোক্তাদের থেকে টাকা হাতানোর অভিযোগ উঠল এক নির্দল পঞ্চায়েত সদস্যার বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে মালদার মোথাবাড়ির হামিদপুর চর এলাকায়। অভিযুক্ত পঞ্চায়েত সদস্যার নাম মিলন মণ্ডল।অভিযোগকারী মহিলাদের দাবি, গত মাসে আবাস যোজনার সার্ভে চলাকালীন অভিযুক্ত পঞ্চায়েত সদস্যা তাঁদের কাছ থেকে ১০ হাজার টাকা করে দাবি করেন। টাকা না দিলে ঘর পাওয়া যাবে না বলে ভয় দেখানো হয়। অগত্যা বাধ্য হয়ে ঋণ করে টাকা তুলে দেন মহিলারা। কিন্তু টাকা দেওয়া সত্ত্বেও আবাসের তালিকায় তাঁদের নাম ওঠেনি এবং ঘরও মেলেনি। প্রতারিত হওয়ার বিষয়টি বুঝতে পেরে সোমবার মোথাবাড়ি থানায় এসে অভিযুক্ত পঞ্চায়েত সদস্যার বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন আক্রান্ত মহিলারা। তাঁদের দাবি, অবিলম্বে এই টাকা ফেরত দিতে হবে। তবে এ বিষয়ে অভিযুক্ত পঞ্চায়েত সদস্যার পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

বিদ্যালয়েই অনুশীলনে সংসদীয় গণতন্ত্র, বামনগোলায় পড়ুয়াদের নিয়ে জমজমাট যুব প্রতিযোগিতা

নয়া জামানা, বামনগোলা ঃ সংসদীয় কার্যপ্রণালী শেখাতে ও পড়ুয়াদের মধ্যে গণতান্ত্রিক চেতনা গড়ে তুলতে বামনগোলা ব্লক কমিউনিটি হলে আয়োজিত হল যুব সংসদ প্রতিযোগিতা। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সংসদীয় বিষয়ক বিভাগের উদ্যোগে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় ব্লকের আটটি স্কুলের শিক্ষার্থীরা সক্রিয়ভাবে অংশ নেয়।সকাল ১১টা থেকে শুরু হওয়া এই অনুষ্ঠানে একেবারে সংসদীয় অধিবেশনের আদলে বিভিন্ন সমসাময়িক বিষয়, প্রশ্নোত্তর ও বিতর্কে মেতে ওঠে শিক্ষার্থীরা। সংসদ পরিচালনা, নেতৃত্বদান ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার নানা দিক হাতে-কলমে অভিজ্ঞতা অর্জন করাই ছিল এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য। পড়ুয়াদের বাঁধভাঙা উৎসাহ ও নিয়মনিষ্ঠা অনুষ্ঠানটিকে সাফল্য মণ্ডিত করে তোলে।প্রতিযোগিতা শেষে সেরা দলগুলিকে পুরস্কৃত করা হয়। জয়ী প্রতিযোগীরা পরবর্তীতে জেলা স্তরের প্রতিযোগিতায় ব্লকের প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পাবে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বামনগোলার জয়েন্ট বিডিও উত্তম কুমার বিশ্বাস, ডেপুটি সেক্রেটারি কৌশিক কুমার ঝা ও ব্লক যুব আধিকারিক সঞ্জয় কুমার হাজরাসহ বিভিন্ন স্কুলের প্রধান শিক্ষকেরা। প্রশাসনিক কর্তাদের মতে, শৈশব থেকেই সংসদীয় সংস্কৃতির সঠিক অনুশীলন ভবিষ্যতে সচেতন নাগরিক ও যোগ্য নেতা তৈরিতে বিশেষ সহায়ক হবে।

পরিবারের রেশন কার্ড নিয়ে বচসার পরিণতি খুন, পুরুলিয়ায় যুবকের ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড

নয়া জামানা, পুরুলিয়া ঃ পরিবারের রেশন কার্ড চাওয়াকে কেন্দ্র করে বচসার জেরে এক ব্যক্তিকে কুড়ুল দিয়ে কুপিয়ে খুনের অপরাধে এক যুবককে ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দিল পুরুলিয়ার জেলা ও দায়রা আদালত। সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম গুরুপদ শবর। কারাদণ্ডের পাশাপাশি আদালত তাঁকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে, যা অনাদায়ে আরও এক বছর সাধারণ কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে। ঘটনাটি ঘটেছিল ২০২৩ সালের ১৭ এপ্রিল পুরুলিয়ার কেন্দা থানার কোনাপাড়া গ্রামে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই দিন পরিবারের রেশন কার্ড চাওয়াকে কেন্দ্র করে কোনাপাড়ার বাসিন্দা অনিল শবরের সঙ্গে গুরুপদ শবরের প্রচণ্ড বচসা শুরু হয়। বিবাদের এক পর্যায়ে গুরুপদ একটি কুড়ুল এনে অনিলের মাথায় সজোরে আঘাত করে। গুরুতর আহত অবস্থায় অনিলকে পুরুলিয়ার দেবেন মাহাতো সরকারি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। ঘটনার পর মৃতের স্ত্রী সুনীতা শবরের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে কেন্দা থানায় খুনের মামলা রুজু করা হয়। তৎকালীন তদন্তকারী অফিসার সেক রহমান ঘটনার পর প্রয়োজনীয় তথ্য ও ফরেনসিক প্রমাণ সংগ্রহ করেন। তৎকালীন ওসি বাপন মন্ডল মাত্র ৮৯ দিনের মধ্যে তদন্ত শেষ করে আদালতে চার্জশিট জমা দেন। শুনানি শেষে আদালত গুরুপদকে ৩০৪ ধারায় দোষী সাব্যস্ত করে এই সাজা ঘোষণা করে।

দুর্ঘটনাস্থল থেকে আশঙ্কাজনক বাইক আরোহীকে হাসপাতালে পাঠালেন মন্ত্রী ক্ষুদিরাম টুডু

রাখি গরাই, নয়া জামানা, বিষ্ণুপুরঃ কর্মসূচিতে যোগ দিতে যাওয়ার পথে পথ দুর্ঘটনায় রক্তাক্ত এক বাইক আরোহীকে দেখে আর স্থির থাকতে পারলেন না রাজ্যের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও উদ্যানপালন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী ক্ষুদিরাম টুডু। রাজনৈতিক ব্যস্ততা আর কনভয়ের নিয়ম দূরে সরিয়ে রেখে তৎক্ষণাৎ নিজে দাঁড়িয়ে থেকে আহতকে উদ্ধার করলেন এবং চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করলেন।ঘটনাটি ঘটেছে বাঁকুড়ার হিড়বাঁধ ব্লকের বহাড়ামুড়ি ব্রিজের কাছে। একটি দ্রুতগামী স্করপিও গাড়ির সঙ্গে বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হলে মুহূর্তের মধ্যে ছিটকে পড়েন দুই বাইক আরোহী। দুর্ঘটনার অভিঘাত এতটাই মারাত্মক ছিল যে, এক আরোহী রাস্তায় রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়েন এবং গুরুতর আহত হন। ব্যস্ত রাস্তায় দুর্ঘটনা ঘটলেও প্রথমটায় থমকে যায় আশপাশের লোকজন। কেউ যখন সাহায্যের জন্য এগোতে সাহস পাননি, ঠিক তখনই সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিল মন্ত্রী ক্ষুদিরাম টুডুর কনভয়।রাস্তায় এক ব্যক্তিকে কাতরাতে দেখে নিজের গাড়ি থামান মন্ত্রী। এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে তিনি গাড়ি থেকে নেমে দ্রুত আহত আরোহীকে উদ্ধার করে নিজের কনভয়ের একটি গাড়িতে তুলে দেন এবং চিকিৎসার উদ্দেশ্যে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেন।নিজের এই পদক্ষেপ নিয়ে মন্ত্রী ক্ষুদিরাম টুডু অত্যন্ত সাধারণভাবেই বলেন, 'কর্মসূচিতে যাওয়ার পথে হঠাৎই দেখতে পাই দুর্ঘটনায় আহত ওই ব্যক্তি রাস্তায় পড়ে রয়েছেন। কাউকে তাঁর সাহায্যে এগিয়ে আসতে না দেখে আর এক মুহূর্ত দেরি করিনি। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি থামিয়ে তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করি।' ভিভিআইপি তকমা ছেড়ে এক জন সাধারণ ও দায়িত্বশীল নাগরিকের মতো মন্ত্রীর এই তাৎক্ষণিক ভূমিকা এবং মানবিক আচরণে মুগ্ধ এলাকার মানুষ।

Naya Jamana Night Edition_Layout 1 31-08-2026 21:56 Page 7

মোদীকে উজবেকিস্তানের সর্বোচ্চ সম্মান

বাবর-প্রসঙ্গে বিজেপি-আরএসএসকে খোঁচা ওয়াইসির

নয়া জামানা,নয়াদিল্লি ঃ উজবেকিস্তান সফরে গিয়ে দেশটির সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মান অলিয়ি দারাজালি দোস্তলিক-এ ভূষিত হলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার এই সম্মান তুলে দেওয়া হয় তাঁর হাতে। ভারত ও উজবেকিস্তানের মধ্যে দীর্ঘদিনের বন্ধুত্ব এবং কৌশলগত সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় করার ক্ষেত্রে তাঁর অবদানকে স্বীকৃতি জানিয়েই এই পুরস্কার দেওয়া হয়েছে বলে জানানো হয়েছে।সম্মান প্রাপ্তির পর সমাজমাধ্যমে প্রতিক্রিয়া দেন প্রধানমন্ত্রী নিজেও। তিনি লেখেন, এই বিরল সম্মান পেয়ে তিনি গর্বিত, এবং ভারত-উজবেকিস্তানের দীর্ঘদিনের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের প্রতিই তিনি এই সম্মান উৎসর্গ করছেন।তবে এই ঘটনাকে ঘিরেই রাজনৈতিক বিতর্ক শুরু হয়েছে। হায়দরাবাদের সাংসদ তথা এআইএমআইএম প্রধান আসাদউদ্দিন ওয়াইসি এই সম্মান প্রাপ্তির প্রসঙ্গ টেনে মুঘল সম্রাট বাবরের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বিজেপি ও আরএসএস-কে নিশানা করেছেন। তাঁর বক্তব্য, বর্তমান উজবেকিস্তানের অন্তর্গত ফারগানা উপত্যকার সঙ্গেই বাবরের জন্মভূমির যোগসূত্র রয়েছে, আর সেই দেশ থেকেই এবার প্রধানমন্ত্রী সম্মানিত হলেন।ওয়াইসি কটাক্ষের সুরে বলেন, বিজেপিকে তিনি অভিনন্দন জানাচ্ছেন, কারণ যে দেশ থেকে বাবর একদিন ভারতে পা রেখে ছিলেন, সেই দেশই এখন প্রধানমন্ত্রীকে সম্মান জানাল। এর

পাশাপাশি তিনি এই বলেও খোঁচা দেন যে, প্রধানমন্ত্রী বিদেশ সফরে গেলেই কোনও না কোনও পুরস্কার নিয়ে দেশে ফেরেন।দীর্ঘদিন ধরেই বিজেপি ও আরএসএস-এর রাজনৈতিক বক্তব্যে বাবরের প্রসঙ্গ বারবার উঠে এসেছে বলে উল্লেখ করেন ওয়াইসি। তাঁর দাবি, এতদিন বাবরের নাম করে বিরোধীদের বহুবার আক্রমণ করা হয়েছে, অথচ এবার সেই একই ঐতিহাসিক যোগসূত্র থাকা দেশ থেকেই প্রধানমন্ত্রী বেসামরিক সম্মান পেলেন। এই বৈপরীত্যকে সামনে রেখে তিনি প্রশ্ন তোলেন, এখন আরএসএস ও সংঘ পরিবার এই বিষয়ে কী প্রতিক্রিয়া দেবে এবং এই ঘটনার পর তাদের আত্মসমীক্ষা করা উচিত কি না।উজবেকিস্তানের এই সম্মান প্রধানমন্ত্রীর জন্য প্রথম আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি নয়। এর আগেও একাধিক দেশ তাঁকে সর্বোচ্চ সম্মানে ভূষিত করেছে,ইন্দোনেশিয়া তাঁকে দেশের সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মান বিনতাং আদিপুর্ণা অব দ্য রিপাবলিক অব ইন্দোনেশিয়া প্রদান করে।সেশেলস তাঁকে গার্ডিয়ান অব দ্য ব্লু হরাইজন সম্মানে ভূষিত করে।ইজরায়েল তাঁকে মেডাল অব দ্য নেসেট সম্মান দেয়।রাশিয়া তাঁকে অর্ডার অব সেন্ট অ্যান্ড্রু দ্য অ্যাপোস্টল সম্মানে ভূষিত করে।

আমেরিকা তাঁকে লিজিয়ন অব মেরিট সম্মান প্রদান করে। উজবেকিস্তানের সাম্প্রতিকতম এই সম্মান নিয়ে যেমন কূটনৈতিক মহলে প্রশংসা শোনা যাচ্ছে, তেমনই দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে বাবর-প্রসঙ্গ তুলে নতুন বিতর্কও উস্কে দিয়েছেন ওয়াইসি।

এসএসসি নিয়োগে সময়সীমা বাড়াল সুপ্রিম কোর্ট, স্বস্তি রাজ্যের

নয়া জামানা,নয়াদিল্লি ঃ রাজ্যের ২৬ হাজার শূন্যপদে শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মী নিয়োগ প্রক্রিয়ায় বড় স্বস্তি পেল পশ্চিমবঙ্গ স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি)। নির্ধারিত সময়ে নিয়োগ সম্পূর্ণ করা সম্ভব নয় জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন জানিয়েছিল কমিশন ও রাজ্য সরকার। সোমবার বিচারপতি সঞ্জয় কুমারের ডিভিশন বেঞ্চ সেই আর্জি মঞ্জুর করে নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ করার সময়সীমা বাড়িয়ে ২০২৭ সালের ৩১ মে পর্যন্ত ধার্য করেছে।আগের নির্দেশ অনুযায়ী চলতি বছরের ৩১ অগস্টের মধ্যেই নিয়োগ সম্পন্ন করার কথা ছিল। কিন্তু ওবিসি সংরক্ষণ সংক্রান্ত আইনি জটিলতার কারণে প্রক্রিয়া মাঝপথে থমকে যায়। শুনানিতে কমিশনের আইনজীবীরা জানান, আইনি জটের কারণেই নির্ধারিত সময়ে কাজ শেষ করা যাচ্ছে না। সব দিক বিবেচনা করে আদালত অতিরিক্ত সময় মঞ্জুর করে, তবে স্পষ্ট জানিয়ে দেয়; এটাই শেষ সুযোগ, ভবিষ্যতে আর সময় বাড়ানো হবে না।নতুন সময়সীমার মধ্যে মোট ৩৫ হাজার শূন্যপদে নিয়োগ সম্পন্ন করতে হবে রাজ্যকে। এই সিদ্ধান্তে সাময়িক আইনি সংকট কাটলেও চাকরিপ্রার্থীদের অপেক্ষা আরও দীর্ঘ হল বলে মনে করছে অভিজ্ঞ মহল। কমিশন জানিয়েছে, আইনি জট দ্রুত মিটিয়ে স্বচ্ছভাবে নিয়োগ শেষ করাই লক্ষ্য।প্রথমে ২০২৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময় দিয়েছিল আদালত, পরে তা বাড়িয়ে ৩১ অগস্ট করা হয়। গত বছরের সেপ্টেম্বরের পরীক্ষায় নবম-দশমে ২ লক্ষ ৯৩ হাজার এবং একাদশ-দ্বাদশে ২ লক্ষ ২৯ হাজার পরীক্ষার্থী অংশ নেন। কমিশনের দাবি, একাদশ-দ্বাদশে প্যানেল চূড়ান্ত হয়ে গেছে এবং ২১টি বিষয়ের কাউন্সেলিং সেরে ৩৫৮৬ জনের সুপারিশ পাঠানো হয়েছে মধ্যশিক্ষা পর্ষদে। নবম-দশমের ইন্টারভিউ তালিকাও প্রস্তুত।

লারাক দ্বীপে হামলা আমেরিকার পাল্টা ড্রোন হলাম তেহরানের

নয়া জামানা ঃ মধ্যপ্রাচ্যে নতুন করে সামরিক উত্তেজনা তৈরি হয়েছে আমেরিকা ও ইরানের মধ্যে। রবিবার হরমুজ প্রণালীতে অবস্থিত ইরানের কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ লারাক দ্বীপে হামলা চালায় মার্কিন সেনা। এক মার্কিন আধিকারিকের দাবি অনুযায়ী, ইসলামিক রেভলিউশনারি গার্ড কর্পস-র সদস্যরা এমন রকেট প্রস্তুত করছিলেন,যেগুলির মাধ্যমে হরমুজ প্রণালীতে সমুদ্রে মাইন ছোড়ার পরিকল্পনা চলছিল। এই আশঙ্কা থেকেই দ্বীপে থাকা দুটি ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণকারী লঞ্চার লক্ষ্য করে হামলা চালানো হয়। ইরানি সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, ড্রোনের সাহায্যে এই হামলা চালানো হয়েছিল। জুলাইয়ের শেষের পর ইরানের ভূখণ্ডে এটিই প্রথম মার্কিন হামলা বলে জানা গিয়েছে।লারাক দ্বীপে হামলার পরপরই পাল্টা জবাব দেওয়ার হুঁশিয়ারি দেয় ইরানের রেভলিউশনারি গার্ড। সেই মতোই

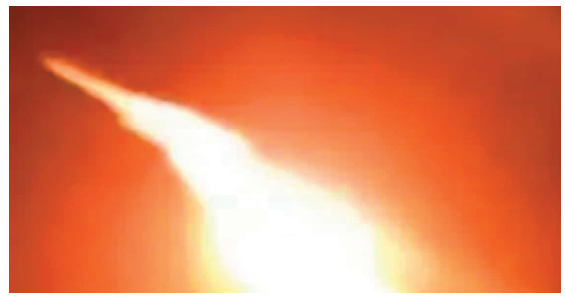

সোমবার জর্ডনে থাকা মার্কিন ঘাঁটি; কিং হুসেইন এবং আল আজরাক ঘাঁটিতে ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায় আইআরজিসি। ইরানের রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যম দাবি করেছে, এই হামলা লারাক দ্বীপে মার্কিন আক্রমণের প্রত্যুত্তর। তবে জর্ডনের সেনাবাহিনী জানিয়েছে, তাদের আকাশসীমায় ঢোকা আটটি ক্ষেপণাস্ত্রই তারা প্রতিহত করেছে, ফলে বড় ক্ষয়ক্ষতির খবর মেলেনি।লারাক দ্বীপে মার্কিন হামলায় বেশ কয়েকজন ইরানি সেনা ও সাধারণ নাগরিক হতাহত হয়েছেন বলে দাবি করেছে ইরানের রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যম। আইআরজিসি-র এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, এই হামলার জন্য আমেরিকাকে অর্থনৈতিক ও সামরিক;উভয় দিক থেকেই মূল্য চোকাতে হবে। ৪৯ বর্গকিলোমিটার আয়তনের লারাক দ্বীপে আইআরজিসি নৌবাহিনীর ঘাঁটি রয়েছে এবং হরমুজ প্রণালীর জাহাজ চলাচলের ওপর নজরদারির জন্য এই দ্বীপের কৌশলগত গুরুত্ব অপরিসীম।

এসসিও সামিটে মোদির ত্রিমুখী কূটনীতি

পুতিন-পেজেশকিয়ানের সঙ্গে বৈঠক

নয়া জামানা ঃ কিরঘিস্তানের রাজধানী বিশকেকে চলমান ২৬তম সাংহাই কর্পোরেশন অর্গানাইজেশন (এসসিও) সামিটের ফাঁকে গুরুত্বপূর্ণ পার্শ্ববৈঠক করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেসকিয়ান এবং রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে পৃথক পৃথক আলোচনায় বসেন তিনি। মধ্যপ্রাচ্যের শান্তি, নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা-সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে কথা হয় দুই রাষ্ট্রপ্রধানের সঙ্গে। কূটনৈতিক বিশেষজ্ঞদের একাংশের মতে, আমেরিকাকে পাল্টা বার্তা দিতে ইরান-রাশিয়া-ভারতের এই বৈঠক আসলে 'তৃতীয় অক্ষ' শক্তি গঠনের ইঙ্গিতবাহী।

গত ২৮ ফেব্রুয়ারি যুদ্ধ শুরুর পর এই প্রথম ইরানি প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে বসলেন মোদি। ইরানের আধা-সরকারি সংবাদসংস্থা তাসনিমের দাবি, বৈঠকে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের সর্বশেষ পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং পারস্পরিক স্বার্থযুক্ত ক্ষেত্রগুলিতে যৌথ সহযোগিতা জোরদারের ওপর জোর দেন মোদি ও পেজেসকিয়ান। এই হাই প্রোফাইল বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ইরানের বিদেশমন্ত্রী সাইয়েদ আব্বাস আরাকচি-সহ অন্যান্য শীর্ষকর্তারা।আমেরিকা-ইরান সংঘাতে মধ্যপ্রাচ্যের ভূ-রাজনীতি এমনিতেই উত্তাল।

ভারত-ইরান বাণিজ্য সম্পর্ক ঐতিহাসিকভাবে জোরালো হলেও, হরমুজ প্রণালী অবরুদ্ধ হওয়া এবং তেহরানের ওপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞার জেরে দুই দেশের অর্থনৈতিক কার্যক্রম ব্যাহত হয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে আমেরিকার 'শত্রু' রাষ্ট্র ইরানের সঙ্গে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর বৈঠক যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

২০২৯-এ প্রধানমন্ত্রী পদে বিজয় !

প্রস্তাব ঘিরে জোটে ফাটলের ইঙ্গিত , ক্ষুব্ধ কংগ্রেস

নয়া জামানাঃ রাহুল গান্ধী নন, ২০২৯ সালে প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী হিসেবে তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী তথা অভিনেতা-নেতা বিজয়কে তুলে ধরছে তাঁর নিজের দল 'তামিলাগা ভেট্রি কাজাগাম' (টিভিকে)। এই বিষয়টি সামনে আসতেই তুমুল বিতর্কের ঝড় উঠেছে দক্ষিণী রাজনীতিতে। জোটসঙ্গী কংগ্রেস বিষয়টিতে চরম ক্ষুব্ধ হয়ে জানিয়ে দিয়েছে, ২০২৯ সালে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে রাহুল গান্ধীকে সমর্থন না করা হলে মন্ত্রিসভা থেকে দলের দুই মন্ত্রী অবিলম্বে পদত্যাগ করবেন। অন্যদিকে বিরোধী দল ডিএমকে বিজয়ের এই স্বপ্নকে কটাক্ষ করে 'আকাশকুসুম' বলে আখ্যা দিয়েছে।সম্প্রতি একটি সংবাদমাধ্যমের সমীক্ষায় ভারতের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী কে হবেন, তা নিয়ে জনমত যাচাই করা হয়। সেখানে নরেন্দ্র মোদি ও রাহুল গান্ধীর পরেই উঠে আসে বিজয়ের নাম, যদিও ভোটের সংখ্যা প্রথম দু'জনের তুলনায় অনেক কম। এরপরই টিভিকে-র একাংশ নেতা, যেমন আদভ অর্জুন ও শরৎকুমার, প্রকাশ্যে বিজয়কে প্রধানমন্ত্রী পদে ভাবার প্রস্তাব দেন এবং এই নিয়ে পোস্টারও পড়ে তামিলভূমে।কংগ্রেস নেতা তথা রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী রাজেশকুমার স্পষ্ট জানিয়েছেন, ২০২৯ সালে রাহুল গান্ধীই কংগ্রেসের ঘোষিত প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী থাকবেন, আর টিভিকে এতে রাজি না হলে জোট সরকারে থাকা দলের দুই মন্ত্রী পদত্যাগ করবেন। এই বিতর্কে এখনও নীরব খোদ তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী। প্রশ্ন উঠছে, এই প্রচার আদৌ ২০২৯ লোকসভা নির্বাচনকে লক্ষ্য করেই, নাকি ভবিষ্যতের কোনও ভিন্ন রাজনৈতিক পরিকল্পনার অংশ। ডিএমকে নেত্রী আরএস ভারতী কটাক্ষ করে বলেন, টিভিকে-র কল্পনাশক্তির কোনও সীমা নেই।

Naya Jamana Night Edition_Layout 1 31-08-2026 21:56 Page 8

বালোগুনকে ঘরে ফেরাতে মোনাকোর দ্বারস্থ এভার্টন

নয়া জামানা ঃ সদ্যসমাপ্ত বিশ্বকাপে লাল কার্ডকে ঘিরে বিতর্কের কেন্দ্রে থাকা মার্কিন স্ট্রাইকার ফোলারিন বালোগুনকে দলে নিতে উদ্যোগী হয়েছে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ক্লাব এভার্টন। ফরাসি ক্লাব মোনাকোর সঙ্গে বালোগুনের সম্ভাব্য দলবদল নিয়ে প্রাথমিক পর্যায়ের আলোচনা শুরু করেছে ডেভিড ময়েসের দল।ঘরের মাঠে বিশ্বকাপে দুরন্ত ছন্দে ছিলেন ২৫ বছর বয়সি বালোগুন। চার ম্যাচে তিন গোল করে যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ গোলদাতা হন তিনি। গ্রুপ পর্বে প্যারাগুয়ের বিরুদ্ধে ৪-১ ব্যবধানে জয়ের ম্যাচে জোড়া গোল করেন এই স্ট্রাইকার। ১৯৩০ সালের পর প্রথম মার্কিন ফুটবলার হিসেবে বিশ্বকাপে এমন কীর্তি গড়েন তিনি।তবে তাঁর পারফরম্যান্সের পাশাপাশি সবচেয়ে বেশি আলোচনায় আসে বসনিয়া ও হার্জেগোভিনার বিরুদ্ধে ম্যাচে দেখা লাল কার্ড। নিয়ম অনুযায়ী এক ম্যাচ নির্বাসনের কথা থাকলেও মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ফিফা সভাপতি জিয়ানি ইনফান্তিনোকে ফোন করে শাস্তি বদলের জন্য চাপ দেন বলে অভিযোগ ওঠে। পরে ফিফা নির্বাসন স্থগিত করায় শুরু হয় তীব্র বিতর্ক। বালোগুন প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে বেলজিয়ামের বিরুদ্ধেও খেলেন। তবে সেই ম্যাচে ৪-১ হেরে বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নেয় যুক্তরাষ্ট্র।এদিকে এভার্টনের আক্রমণভাগে পরিবর্তনের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। বেটো ফিওরেন্তিনায় যোগ দেওয়ার পথে থাকায় সিনিয়র স্ট্রাইকার হিসেবে ময়েসের হাতে আপাতত রয়েছেন থিয়ের্নো ব্যারি। সেই জায়গা পূরণ করতেই বালোগুনকে নজরে রেখেছে ক্লাবটি।ব্রুকলিনে জন্ম হলেও ইংল্যান্ডে ফুটবলজীবন শুরু বালোগুনের। আট বছর বয়সে আর্সেনাল অ্যাকাডেমিতে যোগ দেন। পরে রেইমসের হয়ে ৩৯ ম্যাচে ২২ গোল করার পর ৩০ মিলিয়ন ইউরোতে তাঁকে নেয় মোনাকো। ক্লাবটির হয়ে ৯১ ম্যাচে ৩১ গোল করেছেন তিনি। এবার ইংল্যান্ডে ফেরার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে তাঁর।

ভারত-পাকিস্তানের উদ্বেগে এশিয়াডের ক্রিকেট পরিকাঠামো নিয়ে আশ্বাস ওসিএ-র

নয়া জামানা ঃ ১৯ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে এশিয়ান গেমস। তার আগেই জাপানের পরিকাঠামো নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। ক্রিকেটের আয়োজন ঘিরে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। একই সুরে সরব হয়েছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডও। ফলে চাপ বেড়েছে এশিয়ান গেমসের আয়োজক কমিটির উপর। শেষ পর্যন্ত বিতর্ক থামাতে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করেছে অলিম্পিক কাউন্সিল অব এশিয়া (ওসিএ) ।এবারের এশিয়ান গেমস অনুষ্ঠিত হবে জাপানের চতুর্থ বৃহত্তম শহর আইচি-নাগোয়ায়। তবে গেমস আয়োজনের ক্ষেত্রে ব্যয়ের লাগাম টানতে চাইছে জাপান সরকার। ইতিমধ্যেই মোট ক্রীড়াবিদ ও কর্মকর্তার সংখ্যা ১৭ হাজারে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। এবার কোনও গেমস ভিলেজও তৈরি করা হয়নি। ক্রিকেটের পরিকাঠামো নিয়েও তৈরি হয়েছে প্রশ্ন। একসময় জল্পনা ছড়িয়েছিল, ভারত পুরুষ ও মহিলা ক্রিকেটে প্রথম সারির দল নাও পাঠাতে পারে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য পূর্ণ শক্তির দলই পাঠাচ্ছে ভারত।বিতর্কের আবহে ওসিএ জানিয়েছে, ১৭ হাজার ক্রীড়াবিদ ও কর্মকর্তার কথা মাথায় রেখেই আবাসন-সহ যাবতীয় প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। জুলাইয়েই অংশগ্রহণকারীদের তালিকা চূড়ান্ত করা হয়েছে। আয়োজকদের দাবি, অংশগ্রহণকারীদের আবাসন নিয়ে সংবাদমাধ্যমে ভুল তথ্য ছড়িয়েছে। বিশেষ কারণ ছাড়া নির্ধারিত সংখ্যার বাইরে কাউকে নথিভুক্ত করা হবে না এবং আবাসন নিয়ে কোনও সমস্যা হবে না। তাদের দাবি, সাম্প্রতিক সময়ের অন্যতম জমকালো এশিয়ান গেমস আয়োজনের প্রস্তুতি সঠিক পথেই এগোচ্ছে।তবে ক্রিকেট নিয়ে উদ্বেগ পুরোপুরি কাটছে না। এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলেও বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। যে মাঠে ক্রিকেট ম্যাচ হবে, সেখানে স্থায়ী সাজঘর নেই। তার বদলে অস্থায়ী তাঁবুতে সাজঘরের ব্যবস্থা করা হবে। এমনকী সেই তাঁবু থেকে প্রায় ৫০০ মিটার দূরে শৌচালয়ের ব্যবস্থা রয়েছে বলে জানা গিয়েছে।চার বছর আগে পুরুষ ও মহিলা;দুই বিভাগেই এশিয়াডে সোনা জিতেছিল ভারত। এবার মেয়েদের ক্রিকেট প্রতিযোগিতা হবে ১৭ থেকে ২২ সেপ্টেম্বর এবং ছেলেদের ম্যাচ ২৪ সেপ্টেম্বর থেকে ১ অক্টোবর। ইতিমধ্যেই দল ঘোষণা করেছে ভারত। তাতে প্রথম সারির ক্রিকেটারদেরই রাখা হয়েছে।

আইপিএল থেকে উঠছে ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার নিয়ম! ফ্র্যাঞ্চাইজিদের মত চাইল বিসিসিআই

নয়া জামানা ঃ আইপিএলে বহুল বিতর্কিত ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার নিয়ম ভবিষ্যতে তুলে দেওয়া হবে কি না, তা নিয়ে নতুন করে জল্পনা শুরু হয়েছে। রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি থেকে বর্তমান ভারত অধিনায়ক শুভমান গিল; একাধিক তারকা ক্রিকেটার ইতিমধ্যেই এই নিয়মের বিরোধিতা করেছেন। ঘরোয়া টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে ইমপ্যাক্ট প্লেয়ারের নিয়ম প্রত্যাহারের পর এবার আইপিএলের ক্ষেত্রেও বিষয়টি পর্যালোচনায় আনতে চলেছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড।আইপিএলের ১০টি ফ্র্যাঞ্চাইজির কাছে এ বিষয়ে মতামত চেয়েছে বিসিসিআই। একটি ক্রিকেট বিষয়ক ওয়েবসাইটের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ৩১ আগস্টের মধ্যে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলিকে নিজেদের মতামত জানাতে বলা হয়েছে। পাশাপাশি আম্পায়ারিং, অনুশীলন এবং টুর্নামেন্ট পরিচালনা সংক্রান্ত আরও কয়েকটি বিষয়েও মত চাওয়া হয়েছে। তবে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার নিয়মটি।এর আগেও আইপিএল অধিনায়কদের বৈঠকে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। সেখানে একাধিক অধিনায়ক এই নিয়মের বিরোধিতা করেন। মূলত সেই কারণেই আগামী মরশুমের আগে ফের ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলির মতামত নিয়ে নিয়মটি নিয়ে বিস্তারিত পর্যালোচনা করতে চাইছে বোর্ড।যদিও আসন্ন মরশুমেই নিয়ম বদলের সম্ভাবনা কম। এমন ইঙ্গিত আগেই দিয়েছিলেন বোর্ড সচিব দেবজিৎ সইকিয়া। তাঁর বক্তব্য ছিল, ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার নিয়মের ফলে ম্যাচে বৈচিত্র এবং বিনোদন বেড়েছে।তবে সমালোচকদের অভিযোগ, এই নিয়মের কারণে ব্যাট ও বলের মধ্যে ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে এবং অলরাউন্ডারদের গুরুত্ব কমে যাচ্ছে। রোহিত, কোহলি, হার্দিক পাণ্ডিয়া, অক্ষর প্যাটেল ও শুভমান গিলের মতো ক্রিকেটাররাও এ নিয়ে সরব হয়েছেন। ঘরোয়া সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি থেকে নিয়মটি তুলে দেওয়া হয়েছে। এবার ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলির মতামতের পরই স্পষ্ট হবে, আইপিএলের ভবিষ্যৎ থেকে ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার নিয়মও বিদায় নেয় কি না।

চারবার বিশ্বকাপ জিতে পাকিস্তানকে ছুঁয়ে ফেলেছে জার্মানি

নয়া জামানা ঃ বিশ্ব হকির শক্তির ভারসাম্যে বড়সড় পরিবর্তন। এদিন স্পেনকে হারিয়ে হকি বিশ্বকাপ জিতেছে জার্মানি। এই নিয়ে তাদের বিশ্বকাপ খেতাবের সংখ্যা দাঁড়াল চার। ২০০২, ২০০৬ ও ২০২৩-এর পর ২০২৬-এ ফের বিশ্বসেরা হয়ে জার্মানি ছুঁয়ে ফেলেছে পাকিস্তানের ৩২ বছরের পুরনো রেকর্ড। একই সঙ্গে ইউরোপের দাপট আরও স্পষ্ট হয়েছে।

একসময় বিশ্ব হকির অন্যতম দুই শক্তি ছিল ভারত ও পাকিস্তান। প্রথম আটটি বিশ্বকাপের মধ্যে পাঁচটিই গিয়েছিল এই দুই এশীয় দেশের ঘরে। এশিয়ার মোট পাঁচটি বিশ্বকাপের মধ্যে পাকিস্তানের চারটি এবং ভারতের একটি। জার্মানির চতুর্থ শিরোপার পর ইউরোপের দখলে মোট সাতটি বিশ্বকাপ। অস্ট্রেলিয়ার রয়েছে তিনটি।এই পরিবর্তনের পিছনে রয়েছে শক্তিশালী ঘরোয়া লিগ, পেশাদারিত্ব, উন্নত কোচিং এবং পরিকল্পিত পরিকাঠামো। বিপরীতে পাকিস্তানের হকি পরিকাঠামোর অভাবে ক্রমেই পিছিয়ে পড়ছে। বিশ্বমঞ্চে ইউরোপের অন্য দেশগুলির সাফল্যও সেই ছবিই তুলে ধরছে। নেদারল্যান্ডস বর্তমান অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন। গত এক দশকে বিশ্বকাপ ও অলিম্পিক;দুই মঞ্চেই সোনা জিতেছে বেলজিয়াম। এবারের বিশ্বকাপে রানার্স স্পেনও নিজেদের শক্তি দেখিয়েছে।ভারতের ক্ষেত্রে ছবিটা মিশ্র। বিশ্বকাপে মাত্র একবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে তারা। ৫১ বছর পর দ্বিতীয় শিরোপার সন্ধানে নেমে এবার অষ্টম স্থানে শেষ করেছে ভারত। তবে অলিম্পিকে আটটি সোনা এখনও তাদের ঐতিহাসিক শক্তির প্রমাণ। টোকিও ও প্যারিস থেকেও পদক এসেছে।আগামী ১৮ সেপ্টেম্বর আইচি-নাগোয়ায় শুরু এশিয়ান গেমস। সেখানে ভারত ফেভারিট হলেও শুধু এশিয়ার সেরা হওয়া যথেষ্ট নয়। বিশ্ব হকিতে ইউরোপের সঙ্গে পাল্লা দিতে হলে শক্তিশালী ঘরোয়া কাঠামো, উন্নত পরিকাঠামো ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনায় এখনই জোর দিতে হবে।

অক্ষরের বিকল্প ক্রুণাল, পাঁচ বছর পর জাতীয় দলে ফেরার সম্ভাবনা

নয়া জামানা ঃ আইপিএলে দুরন্ত ছন্দে থাকার পর এবার ফের জাতীয় দলের দরজা খুলতে পারে ক্রুণাল পাণ্ডিয়ার জন্য। আগামী সেপ্টেম্বরে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি সিরিজে অক্ষর প্যাটেলের বিকল্প হিসেবে ভারতীয় দলে ডাক পেতে পারেন ৩৫ বছর বয়সি এই অলরাউন্ডার। প্রায় পাঁচ বছর পর ফের ভারতের জার্সিতে দেখা যেতে পারে তাঁকে।শেষবার ২০২১ সালে জাতীয় দলের হয়ে খেলেছিলেন ক্রুণাল। ভারতের হয়ে এখনও পর্যন্ত ১৯টি টি-টোয়েন্টি ও পাঁচটি ওয়ানডে খেলেছেন তিনি। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে তাঁর ঝুলিতে রয়েছে ১৭টি উইকেট। আইপিএলে আরসিবি-র হয়ে দুবার ট্রফি জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন ক্রুণাল। গত দুই মরশুমে ৩১টি উইকেট নেওয়ার পাশাপাশি লোয়ার অর্ডারে প্রায় ১৫০ স্ট্রাইক রেটে ব্যাট করেছেন। বিশেষ করে বোলিংয়ে বৈচিত্র এনে নজর কেড়েছেন তিনি।ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে প্রত্যাশিত ছন্দে ছিলেন না অক্ষর। মাত্র দুটি উইকেট নেওয়ার পাশাপাশি ব্যাট হাতেও তাঁর স্ট্রাইক রেট ছিল ১৩০-এর নীচে। ফলে তাঁর বিকল্প হিসেবে ক্রুণালকে ভাবা হচ্ছে।এই সিরিজে চোট সারিয়ে ফিরতে পারেন হার্দিক পাণ্ডিয়াও। দলে জায়গা পেতে পারেন নীতীশ কুমার রেড্ডি। ওয়াশিংটন সুন্দরের ফিটনেস রিপোর্টের উপরও নজর থাকবে। জশপ্রীন বুমরাহ পুরোপুরি ফিট না হওয়ায় তাঁর খেলার সম্ভাবনা কম। ১৩, ১৫ ও ১৭ সেপ্টেম্বর দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে ম্যাচগুলি হওয়ার কথা।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।